রামপ্রসাদ

শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীকালিদাস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
॥
— এক টাকা আট আনা —

ফাইন আর্ট প্রেস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাধারমণ দাস কর্তৃক
মুদ্রিত।

অগ্রজকল্পেষু—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরী বি, এস, সি

দাদা—

— সাধক —

রামপ্রসাদ

বাঙলার ও বাঙালীর

গৌরব

।।।

আমার রচিত

রামপ্রসাদ

আপনারই প্রচেষ্টায় আজ গৌরবান্বিত

তাই 'আমার রামপ্রসাদকে' দিলাম

আপনারই হাতে তুলে

॥

তারক

আমার কথা

'রামপ্রসাদ' নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা আজ সকলেরই মুখে। এ আমার নিজস্ব ঘোষণা নয়—নাটকাভিনয় দর্শনে প্রীত অগণিত নর-নারীর অন্তরের অভিব্যক্তি।

"সাধক রামপ্রসাদ—বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব। আজ আমি বাঙলার প্রতি নর-নারীকে 'কালিকায়' 'রামপ্রসাদ' নাট্যাভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।"

পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর এই ভাষণ "রামপ্রসাদ" নাটকের অসামান্য সাফল্যেরই বিজয়বার্ত্তা।

এই সাফল্য ও উচ্চ-প্রশংসার মূলাধার

আমার শ্রদ্ধেয় নটগুরু **শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র** মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও

গবেষণা-পূর্ণ পরিচালনা, অক্লান্তকর্ম্মী পরম স্নেহশীল

অগ্রজসদৃশ শ্রীকালিদাসের প্রযোজনা,

পরম শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ-প্রতিম

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সুর-সংযোজনা ও

স্নেহময় অগ্রজতুল্য শ্রীরঞ্জিৎ রায়ের নৃত্য পরিকল্পনা

তাই প্রথমেই এঁদের দান করি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই নাটকের গৌরবশ্রী বাড়াতে, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীইন্দু মুখার্জি, শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণি রায়, শ্রীবিনয় গোস্বামী, শ্রীপ্রণব রায়, শ্রীকুমার মিত্র, ও আরও অনেকে। তাঁদেরও আমি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

অপূর্ব দৃশ্য পরিকল্পনায় উদ্ভাসিত আমার "রামপ্রসাদ"—সে গৌরব শ্রীমণীন্দ্র নাথ দাসের (নানু বাবু), আলোক-সম্পাতের মায়াজাল রচনার, গৌরব আমার শচীন ভাণ্ডার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার, গৌরব আমার অগ্রজতুল্য জলুদার ও আঙ্কেল হ্যারির—তত্ত্বাবধানের সৌষ্ঠবতার গৌরব আমার অগ্রজতুল্য শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চৌধুরীর (সেজদা) তবুও আমার তরফ থেকে সকলকেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

অভিনয় গৌরবশ্রী রক্ষায় ব্রতী প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

—পরিশেষে—

আমার কনিষ্ঠতুল্য শ্রীমান ভরত চৌধুরী—সংগীত ও সংগতে, সংগীতাচার্য্যের সহকারী রূপে ও আমার পুত্রোপম শ্রীমান তপন কুমাব চৌধুরী (মাঃ মিন্টু) স্বকীয় অংশ প্রাণস্পর্শী কোরে তুলতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ক'বেছে তার পুরস্কার মা ভবানী স্বয়ং দেবেন তবুও আমাব তরফ থেকে জানাই আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ।

কালিকা নাটদেউল — শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়

২৬।১১।৭৫

আগমবাগীশ … সিদ্ধপুরুষ।
রামপ্রসাদ … সাধক।
রামরামসেন … বামপ্রসাদেব পিতা।
লক্ষ্মীনাবাষণ … ঐ ভগ্নিপতি।
ভজহরি … রামসেনের পালিত।
অনন্ত চাটুজ্যে … কুমারহট্টেব জমীদাব।
বিরিঞ্চি … ছদ্মবেশী।
কমল … অনন্তর পুত্র (দ্বাদশ বর্ষীয)
গঙ্গাধর … ঐ নাযেব
নিধিরাম … ঐ গোমস্তা।
তর্কতীর্থ … ঐ প্রতিবেশী।
বিদ্যাধর গোঁসাই … কৃপণ ও সুদখোর।
মাধব … কুমারহট্টবাসী (অন্ধ)।
দামু ও বংশী … অনন্তর পাইকদ্বয়।
নবীন, গজানন … কুমারহট্টবাসী

গিরিশ, বঙ্কু, ছিদাম ··· গ্রামবাসীগণ

সিরাজদ্দৌলা ··· বাংলার নবাব।

কৃষ্ণচন্দ্র ··· কৃষ্ণনগরের মহারাজা

ভারতচন্দ্র ··· ঐ সভাকবি।

গোপাল ··· ঐ ভাঁড়।

গোকুল মিত্র ··· বাগবাজারের মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা।

খাজাঞ্জী ·· গোকুল মিত্রের কোষাধ্যক্ষ।

দোয়ারী ··· ঐ গোমস্তা।

রাজা নবকৃষ্ণ ·· কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কর্মচারীগণ, পূজারী, কৃষ্ণ-সেবকগণ ও কৃষ্ণদাস।

নিস্তারিণী ··· ছদ্মবেশিনী মহামায়া।

সিদ্ধেশ্বরী ··· রামপ্রসাদের মাতা।

সর্বাণী ··· ঐ স্ত্রী।

পরমেশ্বরী }
জগদীশ্বরী } ··· ঐ কন্যাদ্বয়।

মোক্ষদা ·· বিদ্যাধরের পঞ্চমপক্ষের স্ত্রী।

রাধা ··· মাধবের কন্যা।

ললিতা ··· কৃষ্ণ-সেবিকা।

যশোদা ··· গ্রামবাসিনী।

খুকী ··· ঐ কন্যা।

শ্যামাসেবিকা, কৃষ্ণসেবিকাগণ পুরনারীগণ, গ্রামবাসিনীগণ,

যাঁরা এই নাটক সংগঠন ক'রেছেন

প্রযোজনা :

কালিদাস

পরিচালনা :	সুর সংযোজন :
নটশেখর শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র	সংগীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
নৃত্যপরিকল্পনা :	নৃত্য-শিক্ষা
শ্রীরঞ্জিৎ রায়	মিঃ পিটার গোমেশ
দৃশ্যপরিকল্পনা :	ব্যবস্থাপনা :
শ্রীমণীন্দ্র নাথ দাস (নান্তুবাবু)	শ্রীজলু বড়াল (এন টী)

তত্ত্বাবধান :

শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী

যাঁরা এই নাটকে আছেন—

আগমবাগীশ ··· শ্রীগোপাল মুখার্জি

রামপ্রসাদ ·· শ্রীবিনয় গোস্বামী

রামসেন ··· শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

লক্ষ্মীনারায়ণ ··· শ্রীনির্ম্মল দত্ত

ভজহরি ··· শ্রীভবত চৌধুরী

অনন্ত চাটুজ্যে··· শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র

বিরিঞ্চি শ্রীইন্দু মুখার্জি

কমল ··· শ্রীমান তপন চৌধুরী (মাঃ মিন্টু)

গঙ্গাধর ··· শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

নিধিরাম · · শ্রীকুমাব মিত্র

তর্কতীর্থ · শ্রীনবেন চক্রবর্ত্তী

মাধব ··· শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

বিদ্যাধর ··· শ্রীফণী বায

দামু ··· শ্রীসুশীল ঘটক

বংশী ··· শ্রীপ্রিয়ব্রত চ্যাটার্জি

সিরাজদ্দৌলা ··· শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী

কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমধুসূদন ব্যানার্জি

ভারতচন্দ্র ··· শ্রীগুরুদাস ব্যানার্জি

গোপাল ··· শ্রীরঞ্জিত রায়

গোকুল মিত্র ··· শ্রীমণি চক্রবর্ত্তী (মীনে)

খাজাঞ্চী ··· শ্রীনকুল পতি

দোয়ারী … শ্রীপুলিন চক্রবর্ত্তী
নবকৃষ্ণ … শ্রীপ্রণব রায়
পূজারী … শ্রীঅমূল্য চক্রবর্ত্তী

কৃষ্ণসেবকগণ { শ্রীপ্রিয়ব্রত চ্যাটার্জি
শ্রীসুশীল ঘটক
শ্রীহরিপদ আচার্য্য
শ্রীদুর্গাদাস বসু }

কৃষ্ণদাস … শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
নবীন … শ্রীঅবিনাশ দাস
গজানন … শ্রীসনৎ মুখার্জি
গিরিশ … শ্রীশান্তি চ্যাটার্জি
ছিদাম … শ্রীভূপ। বসু
কর্ম্মচারীগণ শ্রীপশুপতি হাজরা, শ্রীঅ[illegible] দত্ত

নিস্তারিণী · শ্রীমতী তারা ভাদুড়ী
সিদ্ধেশ্বরী শ্রীমতী সন্ধ্যা
সর্ব্বাণী … শ্রীমতী বীণা দেবী
পরমেশ্বরী · কুমারী প্রতিমা
জগদীশ্বরী · · কুমারী আরতি
মোক্ষদা … শ্রীমতী রমা চৌধুরী
রাধা … শ্রীমতী হরিমতী

ললিতা
শ্যামাসেবিকা } শ্রীমতী বীনা ঘোষ

যশোদা ·· শ্রীমতী কমলা অধিকারী
খুকী … কুমারী জ্যোৎস্না

কৃষ্ণ সেবিকাগণ ও গ্রামবাসিনীগণ } শ্রীমতী শোভা, শ্রীমতী সোনা শ্রীমতী বেণু,
শ্রীমতী সুনীতি, কুমারী জ্যোৎস্না
শ্রীমতী সবলা, শ্রীমতী গঙ্গা, কুমারী যমুনা, শ্রীমতী আশা

পর্দার পাশে যাঁরা

সংগীতে ও

সহকারী

শ্রী [illegible] চৌধুরী

||

সংগতে

শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামানিক

শ্রীহরিপদ দাস

শ্রীনিরঞ্জন ব্যানার্জি

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখার্জি

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণদাস পাল

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

শ্রীরতন সেনগুপ্ত

শ্রীদুর্লভ বড়াই

||

সহকারী ব্যবস্থাপক

শ্রীহরিদাস ঘোষ

শ্রীপ্রণব রায়।

পর্দ্দার আড়ালে যাঁরা

দৃশ্য-রচনায় ঃ—

শ্রীগনেশ চন্দ্র দাস
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

॥

আলোক সম্পাতে ঃ—

শ্রীশচীন্দ্র ভৌমিক
শ্রীবিভূতি রায়
শ্রীজলধর নান
শ্রীসুশীল কুমার দে
শ্রীকেশব চন্দ্র দাস

॥

দৃশ্য সজ্জায় ঃ—

শ্রীঅমূল্য নন্দা
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র কর্মকার
শ্রীকালীপদ সোম
শ্রীনিমাই চন্দ্র মিত্র
শ্রীকানাই লাল
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র
শ্রীভোলানাথ ক্ষেত্রী
শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র
শ্রীকুঞ্জ মিত্র
শ্রীসতীশ চন্দ্র জানা
শ্রীছোটেলাল।

রূপ সজ্জায় ঃ—

শ্রীতারাপদ দাস
শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ
শ্রীকালীপদ দাস
শ্রীধীরেন সেন

॥

শব্দানুশীলনে

শ্রীঅমূল্য চক্রবর্ত্তী
শ্রীগুরুদাস বোস

যুগ্মস্মারক :

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (হাবুল)
শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ

॥

লিপিকার :

শ্রীঅরুণ কুমার মুখার্জি

রামপ্রসাদ

এক

দৃশ্য ও দৃশ্য সজ্জা :—

জমীদার অনন্ত চাটুজ্যের কাছারী। থামের গায়ে ঢাল বর্শা সাজান। দালানে ফরাসের উপর বসিয়া কর্মচারীরা খাতাপত্র লেখায় ব্যস্ত। দালানের একধারে ফরাস পাতা। ফরাসের উপর গুড়গুড়ি রহিয়াছে। দামু কলিকায় ফুঁদিয়া আগুন ধরাইতেছে দূরে এককোণে একটী বৃহৎ তালপত্র নির্মিত চিত্রিত পাখা। একটী কাঠের চৌকির উপর জলের কুঁজো। বাহিরের রোয়াকের এককোণে বসিয়া মাধবের কন্যা রাধা। রাধাকে দেখিলে মনে হয় জমীদারের লোক তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। ক্রোধে ও ক্ষোভে সে ফুলিতেছিল। উঠানে দাঁড়াইয়া জমীদার-গোমস্তা নিধিরাম।

নিধি। আরে মর্ কেঁদে মরছিস্ কেন? বাপ্ কি কারও মরেনা! তাছাড়া কাণা বাপকে নিয়ে গেরোয় প'ড়েছিলি। কুঁড়ে ঘর পুড়েছে কোঠা উঠবে।

রাধা। আপনার নিজের মেয়েকে, যদি কেউ এ'রকম কথা বল্‌তো আপনি কি সহ্য ক'রতেন চক্রোবর্ত্তী মশাই?

নিধি। এই—মুখ সাম্‌লে কথা কইবি।

রাধা। কেন বলুনতো? পরের মেয়ের ওপর জুলুম ক'রলে বুঝি, আপনাদের কোন দোষ হয় না?

নিধি। জুলুম কিসের! তোকে তো ভাল কথাই বলছি। মনটাকে চাঙ্গা কোরে তোল্। চাটুজ্যে মশায়ের নজরে প'ড়েছিস্ শ্রীবিষ্ণু বোলে ঝাঁপিয়ে পড়্। যা গ্যাছে তার দশগুণ ফিরে পাবি—আর তার সঙ্গে পাবি—

রাধা। আপনাকেও আজ কিছু পাইয়ে দিতুম, যদি হাতের কাছে একগাছা ঝাঁটা থাকত।

নিধি। কী বললি?

[বিদ্যাধর গোসাই-এর প্রবেশ]

বিদ্যা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। কী হে নিধিরাম ব্যাপার কি? এটী কে হে? আমাদের মাধবের মেয়ে না? হরে রাম—দামোদরের ইচ্ছায় বেশ পুরুষ্টু হ'য়েছে দেখছি! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—তা চাটুজ্যেকে যে দেখ্‌ছি না! নেই নাকি হে?

নিধি। আঁজ্ঞে না—এখুনি হয়তো এসে পড়বেন।

বিদ্যা। তাকে বোলো—আমি এসেছিলাম। একটা তাগাদা আছে ততক্ষণ সেরে আসি। হরে রাম, হরে রাম—

[প্রস্থান]

[বংশীর প্রবেশ]

বংশী। গোমস্তা মশাই—হুজুর আসছেন—

[বংশী একপাশে দাঁড়াইল]

নিধি। রাধা রাজী হ'—নইলে অনেক দুঃখ্যু কপালে আছে।

রাধা। আরও কত দুঃখ্যু আপনারা দিতে পারেন দেখিনা।

নিধি। তবে মর্—

[কথা কহিতে কহিতে অনন্ত ও তর্কতীর্থের প্রবেশ। অনন্ত বসিলে, দামু পাখা লইয়া হাওয়া কবিতে লাগিল]

অনন্ত। মন্বন্তর! মন্বন্তর ব'ললেতো চলবে না। আমাকে তো খাজনা ঠিক সময়ে দাখিল করতে হবে।

তর্ক। বটেই তো। কী জান বাবাজী—গাঁয়ের লোকগুলো অতি পাজী। তার ওপর, তোমার ঐ নায়েবমশাই মানে ঐ গঙ্গা-নন্দনটী—সেই হোল পালের গোদা। ঐ তো প্রজাদের উস্‌কে দিচ্ছে, যাতে খাজনা দিতে না হয়। ওর যত তাগাদা বাবাজী, এই আমাদের কাছে। ঐ যে, তুমি বাবা আমাদের একটু সুনজরে দ্যাখো।

অনন্ত। এব ব্যবস্থা আমি শীগ্‌গিরই করছি। [নিধিরামের প্রতি] কীরে কদ্দুর?

নিধি। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না হুজুর।

অনন্ত। বটে! [রাধার প্রতি] কীবে তোর বাবার খবব পেলি?

রাধা। সব খবরতো আপনারই কাছে।

অনন্ত। হ্যাঁ আমি খবর পেয়েছি এই গাঁয়েরই কোন লোক, তাকে উদ্ধার কোরে লুকিয়ে রেখেছে। উদ্দেশ্য তাকে খাড়া কোরে আমার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করবে।

তর্ক। এঁ্যা! বল কি বাবাজী?

অনন্ত। তোর বাপকে কে লুকিয়ে রেখেছে এখনো বল্?

বাধা। জানি না। আর জানলেও বলতাম মনে করেছেন?

অনন্ত। বলিস কি না পরে দেখছি। নিধে—

নিধি। আঁজ্ঞে—

অনন্ত। সেই নব্‌নে আর গজানন দু'ব্যাটাকে নিয়ে আয়।

নিধি। যে আঁজ্ঞে— [প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। হ্যাঁ—রামবস্থি এসেছে?

নিধি। আঁজ্ঞে হ্যাঁ—বিনা ওজরে, হুজুরে হাজির হ'য়েছে।

অনন্ত। তাকেও নিয়ে আসবি।

[নিধিরাম ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল]

তর্ক। বাবাজী—ঐ রামবস্থিকে টিট্ করতেই হবে। নইলে ও আর ওর ব্যাটা পেসাদ, দুটোতে মিলে—কালী কালী কোরে, গাটাকে জ্বালিয়ে দেবে।

[নবীন, গজানন ও রামসেনকে লইয়া নিধিরামের প্রবেশ]

অনন্ত। কী রে নব্‌নে—কী মনে ক'রেছিস্ বল্ দেখি? পেসাদের ভুজুঙে ভুলে, খুবতো কালী ভজছিস্ শুনতে পাচ্ছি। বাকী খাজনার টাকাগুলো কে দেবেরে? তোর পেসাদ ঠাকুর—না তোদের মা কালী?

নবীন। মাকে তো ডাকৃছি—তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় করবেন।

অনন্ত। তাই নাকি? তাহলে উপস্থিত দিন কতক আটক্ থাক্—আমিও দেখি তোদের কোন কালী এসে উপায় করে।

তর্ক। গোবিন্দ—গোবিন্দ—কেন আর বাঁকা পথে যাচ্ছিস্ বাবা! কালী কালী কোরে, হাড় মাস দুই কালী হবে। তার চেয়ে খাজনার টাকাগুলো মিটিয়ে দে। ওরে কর্জ্জ ক'রেও রাজ শুল্ক উশুল দিতে হয়—নইলে ধর্ম্মে পতিত হবি।

নবীন। কর্জ? সে তো আপনাদের কাছেই করতে হবে ঠাকুর মশাই। কিন্তু টাকায় দু'আনা সুদ দেবার ক্ষমতা, আর আমার নেই।

তর্ক। কিন্তু বাঘের খপ্পরে পড়েছো বাবা, সেটী মনে রেখো।

অনন্ত। আমি কোন কথা শুনতে চাই না—খাজনা দিবি কি না?

নবীন। না। দেবার মত কিছু নেই—কিছু রাখেন নি। যা করবার হয় করুন। মা কালী, রক্ষে করেন করবেন, না হয় মারবেন।

তর্ক। ঐ পেসাদ—বাবাজী পেসাদই এদের মাথা খাবে। কালী নাম বন্ধ কর বাবাজী, নইলে ভবিষ্যতে, গাঁয়ের লোক খাঁড়া হাতে তোমার দিকেই ছুটে আসবে। শাসন টাশন কিছুই মানবে না।

রামসেন। নিজ নিজ অভীষ্ট দেব-দেবীর পূজায় বাধা দেওয়া, কারও উচিত নয়, কারও অধিকার নেই।

অনন্ত। হ্যাঁ আছে। আমি বাধা দোব। এই নব্‌নে টাকা বার কর্—

নবীন। কোথায় পাব বলুন? ঘরে একমুঠো চাল নেই; ছেলে পুলেরা উপোস কোরে আছে—খাজনা দোব কোত্থেকে? যে কটা ধান ছিল, গোমস্তা মশাই কাল কেড়ে নিয়ে এসেছেন।

অনন্ত। বেশ করেছে। তোদের গুরুঠাকুর পেসাদ এইবার মুখে অন্ন যোগাক্।

নবীন। তাঁর কৃপাতেইতো এতদিন বেঁচে আছি।

অনন্ত। কিন্তু তাঁর কৃপায, খাজনা রহিত হবেনা। টাকা দিবি কি না?

নবীন। নেই।

অনন্ত। নেই! বংশে—হাবামজাদাকে ঐ কোনের ঘরে নিয়ে গিয়ে, বুকে হাঁটু দিয়ে ডল্‌গে। যা—যা নিয়ে যা।

[বংশী নবীনেব ঘাড় ধরিয়া বলিল]

বংশী। চলহে—মুরুব্বী— [ধাক্কা দিল]

[ঠিক সেই মুহূর্তে বর্শা হাতে কমলের প্রবেশ]

কমল। এই বংশী—ছেড়ে দে। নইলে এই বর্শা তোর বুকে বসিযে দোব।

[বংশী দূরে সরিয়া গেল]

অনন্ত। ফ্যাল-ফ্যান্ বলছি হতভাগা। নিধে—কেড়ে নে বর্শা।

[নিধিরাম বর্শা, লইযা রাখিয়া দিল]

অনন্ত। বেরো এখান থেকে।

তর্ক। ওর কোন দোষ নেই বাবাজী—সঙ্গদোষ। ঐ পেসাদই ওর মস্তকটী চর্বন ক'রছে। তার সঙ্গে দোসর জুটেছে ঐ ভিন্ গেঁয়ে বিরিঞ্চি বুড়ো।

নিধি। যা বলেছেন। ওটা যেন সাক্ষাৎ শকুনি। হুজুরকে কত বল্‌ছি, যে ওব্যাটাকে লোপাট না করতে পারলে, আমাদের ভালাই নেই। তা হুজুর আমার—

অনন্ত। ধৈর্য্য—নিধিরাম ধৈর্য্য। এ্যাকে এ্যাকে সবারই ব্যবস্থা করছি। [কমলের দিকে নজর পড়িল]

তুই যে দাঁড়িয়ে আছিস? এখনও গেলিনা?

কমল। তোমার হুকুম ফিরিয়ে নাও বাবা।

অনন্ত। কী—আমাকে উপদেশ। বেরো—বেরো বলছি—

[কমলকে চড় মারিল]

বংশে—নিয়ে যা ত রামজাদাকে, যতক্ষণ না টাকা দিতে রাজী হয় ততক্ষণ বুকে হাঁটু দিয়ে ডল্‌বি।

বংশী। চলহে—চল—

ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল]

অনন্ত। এই ব্যাটা গজানন—টাকা এনেছিস?

গজানন। না।

অনন্ত। কেন?

গজানন। নেই।

তর্ক। শুনছ বাবাজী—সব শেয়ালের এক ডাক্।

অনন্ত। টাকা নেই মানে? খাজনা দিতে হবে না?

গজানন। গোলা কেটে, আপনার নগ্‌দীরা যে ধান নিয়ে এসেছে, ফিরিয়ে দিন, বেচে টাকা ফেলে দিচ্ছি।

অনন্ত। এ সব মতলব কে দিয়েছে শুনি ?

তর্ক। ঐ বিরিঞ্চি। ব্যাটার কোন কাজ নেই, কেবল মাঠে ঘাটে ছোটলোকদের নিয়ে সভা করা। আর তার গুরুমশাই হোল পেসাদে।

নিধি। আঁজ্ঞে, তার সঙ্গে আমাদের—না থাক্—হুজুর হয়ত' ক্রোধ ক'রবেন।

তর্ক। সত্য কথা গোপন রেখোনা নিধিরাম।

নিধি। আঁজ্ঞে—আমাদের নায়েব মশাইও আছেন।

অনন্ত। বটে! এই দেমো—

দামু। হুজুর— [সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

অনন্ত। একে নিয়ে গিয়ে—বুকে বাঁশ দিয়ে ডল্‌গে।

[দামু গজাননকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গেল]

দামু। কাছায় টাছায় বাঁধা থাকেতো দিয়ে দাও না কত্তা—

গজানন। থাকলে দিতাম।

দামু। কেন মিছে কথাগুলো বলছ ?

গজানন। মিছে কথা গরীবরা বলে না।

দামু। কী! হুজুরের সামনে লম্বা লম্বা কথা! চল্—চল্ -

[ধাক্কা দিল]

গজানন। মা কালী—তুমিই এর বিচার কোরো মা!

দামু। এখন হুজুরের বিচারটাতো হজম কর—তারপর কালীর বিচার। আরে চল্ না— [মারিতে মারিতে লইয়া গেল। বাহির হইতে আঘাতের শব্দ ও গজাননের কাতর ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল]

[নেপথ্যে গজানন :—ওঃ আর পারিনা। জল—একটু জল।

[নেপথ্যে কমল :—আমি জল দিচ্ছি।

[কমল ভিতরে আসিয়া কুঁজোটী লইয়া যাইতেছিল]

অনন্ত। কোথা যাচ্ছিস ?

কমল। জল দিতে—

অনন্ত। জল দিতে—দাতাকর্ণ হয়ে পড়েছো ? রাখ্ কুঁজো—রাখ্—

[নিধিরাম হাত হইতে কুঁজো লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল]

অনন্ত। বেরো এখান থেকে—

[কমলের প্রস্থান]

শুনুন সেন মশাই—আপনাকে কী জন্যে ডাকা হয়েছে জানেন ?

রামসেন। ঠিক জানিনা।

অনন্ত। অনেকগুলো টাকা, খাজনা বাবদ বাকী পড়ে আছে। তাগাদাও অনেক হয়েছে কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। তাই—

রামসেন। জাঙ্গালের দখিন্ দিকের দু'বিঘে জমী, খাসে ঢুকিয়ে নিলেন—এইতো? বেশ—তাতেই যদি আপনি খুসী হন—নিন্—

রাধা। ঠাকুর—কী বল্‌ছেন আপনি! প্রজার রক্ত শুষে খেয়ে খেয়ে, লোভ এদের বেড়েই চ'লেছে। প্রতিবাদ না কোরে, আমরা সব কিছুই হারাতে বসেছি। এরকম কোরে আর প্রশ্রয় দেবেন না ঠাকুর।

অনন্ত। এই চুপ্! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

রামসেন। রাধা—চুপ কর। জানিস্‌না, বড়লোক গরীবের শত্রু, কিন্তু তার চেয়েও শত্রু, মানুষের ঋণ। মা ভবানীর যদি এই ইচ্ছাই হয়—কেউ রদ্ করতে পারবে না।

[প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। যাবেন না—আরও কথা আছে [রামসেন ফিরিল]

রামসেন। বলুন—

অনন্ত। রামপ্রসাদ বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। কালী কালী কোরে, গাঁয়ের লোকগুলোকে এ্যাকেবারে বিগড়ে দিচ্ছে। ওসব পাগলামী বন্ধ করতে বলে দেবেন। নইলে আমাকেই কড়া শাসন করতে হবে।

রামসেন। শাসন করবার কাজ যদি প্রসাদ কোরে থাকে, মাইই তাকে শাসন করবেন। মা ভবানীর শাসনের কাছে—মানুষের শাসন অতি তুচ্ছ চাটুজ্যে মশাই।

অনন্ত। আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন জানেন?

রামসেন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। আদেশ করবার ক্ষমতা না থাকলেও, উপদেশ দেবার অধিকার আছে চাটুজ্যে মশাই।

অনন্ত। থাক্—আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবেনা। এই নিধে—

নিধি। আঁজ্ঞে—

অনন্ত। মাধবের মেয়েটাকে এখনো কেন বসিয়ে রেখেছিস? যা—বাগান বাড়ীর চোর কুটুরীতে তালা বন্ধ কোরে রেখে দিগে। যতদিন না ওর বাপের খবর দেয়, ততদিন আটক্ থাকবে।

রামসেন। চাটুজ্যে মশাই—সতী মেয়েদের কষ্ট দিলে, ফল কোন দিনই ভাল হয়না।

অনন্ত। যান আপনি এখান থেকে—

রামসেন। রাধাকে ছেড়ে দিন, ওকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

অনন্ত। না—ওকে আমার প্রয়োজন আছে।

রামসেন। প্রয়োজন যে কী—আমি জানি, তাইতো ওকে ছেড়ে যেতে পারছিনা।

অনন্ত। নিয়েও যেতে পারবেন না। এই নিধে—এখনও হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস?

নিধি। আঁজ্ঞে না! নাওনা গো রাধামণি ওঠোনা—ওঠো ওঠো

[হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল ঠিক সেই সময়ে প্রবেশ করিল গঙ্গাধর। নিধিরাম ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল]

গঙ্গা। এই—সবে দাঁড়া। শাসনের একটা সীমা আছে হুজুর।

[তর্কতীর্থ ইতিমধ্যে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল]

তর্ক। এই সেরেছে!

অনন্ত। গঙ্গাধর

গঙ্গা। বলুন—

অনন্ত। তুমি আমার মাইনে খাও তা জানো?

গঙ্গা। জানি। কিন্তু মাইনে খাই বলেই, মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিতে পারিনা। আর আপনি আমার মনিব, আমারও কর্ত্তব্য, যাতে আপনারও মনুষ্যত্ব নষ্ট না হয়, সেদিকেও নজর রাখা। রাধা-চলো দিদি— আর এখানে বসে, হুজুরের সময় নষ্ট কোরনা। ওঁর অনেক কাজ। সেন মশাই আসুন—

[তিনজনেই প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। গঙ্গাধর—

গঙ্গা। আস্‌ছি হুজুর। রাধাকে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিয়েই ফিরে আসছি।

[তিনজনই চলিয়া গেল]

অনন্ত। উঃ আস্পর্দ্ধা দেখলেন? [উঠিল]

তর্ক। দেখলেম্ বৈকি বাবাজী। যাক্—তুমি যে বাবাজী সহ্য কোরে গেলে—মানে বাধা না দিয়ে, ভালই ক'রেছো। কারণ ঐ গঙ্গানন্দনটা—

অনন্ত। ওর শ্রাদ্ধ আমি শিগ্‌গিরই ক'রছি।

তর্ক। [চলিতে চলিতে] হঠাৎ কিছু কোরনা বাবাজী। যা করবে শনৈঃ শনৈঃ—

——

দুই

দৃশ্য : গবিস্কার অন্তবর্ত্তী গ্রাম্য পথ। অন্ধ মাধব ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতেছিল।

মাধব। সকলেই জেনেছে, আমি পুড়ে মরেছি। রাধা যদি বেঁচে থাকে সেও জানবে তার বাপ আর নেই। মা ভবানী আমার মত অভাগাকে বাঁচিয়ে রেখে, আর কী খেলা তোর বাকী আছে মা?

[গঙ্গাধর ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধবের কথা শুনিতেছিল]

গঙ্গা। মায়ের খেলা মানুষের চিন্তার বাইরে মাধব।

মাধব। নায়েব মশাই!

গঙ্গা। ঐ নামে পরিচয় দিতে ঘৃণা হয় মাধব। তবে এইটুকু জেনে রেখো; জমীদারের নায়েবী, চাকরীর মুখোস, জনসেবায়, আমি তোমাদের ভাই—বন্ধু।

মাধব। উপহাস করছেন নায়েব মশাই? বড়লোকের কটু কথা হজম করবার শক্তি আমার আছে—মিষ্টি কথায় বড় ভয় পাই।

গঙ্গা। তোমার কথা মিথ্যে নয় মাধব। আমাকে বিশ্বাস কর বন্ধু—দুঃখ দিয়ে যাদের জীবন গড়া, তাদেরই হাত ধরে আমি চ'লতে চাই।

মাধব। তাতে দুঃখই পাবেন নায়েব মশাই।

গঙ্গা। সুখের মাঝখানে মানুষ হয়ে থাকে অন্ধ—মনুষ্যত্ব তাদের কাছ থেকে নেয় চির বিদায়। তাই দুঃখকেই আমি বরণ করে নিতে চাই।

মাধব। পারবেন না নায়েব মশাই। সর্বহারা যারা—তাদের কেউ দেখে না; যারা দেখতে চায়, তারা বিপদে পড়ে। মিথ্যে কেন জমীদারের কোপে পড়বেন।

গঙ্গা। এই ভয় করেই তো আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি মাধব। যা হারিয়েছি সেগুলো ফিরে পেতে হলে, চাই দাবী—

মাধব। দাবী?

গঙ্গা। হ্যাঁ দাবী।

মাধব। টিঁকবে কতক্ষণ? আমাদের আছে কি নায়েব মশাই?

গঙ্গা। যাতে পাওয়া যায়, তার কোনও চেষ্টা কি আজ পর্য্যন্ত আমরা করেছি মাধব?

মাধব। তা করিনি—কারণ কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। হাত—পা—মুখ সবই আমাদের বাঁধা। এই যে আমার এত বড় সর্ব্বনাশ, জমীদার ক'রলে, কী করতে পারলুম নায়েব মশাই? গ্রামের একটা লোকও কি প্রতিবাদ কোরেছে?

গঙ্গা। দুঃখ কোরনা মাধব—পরের অধীনে বাস কোরে, দেশের লোক স্বাধীন মনোবৃত্তির কথা স্বপ্ন বলেই মনে করে, তাই তারা প্রতি-

বাদ করতে ভয় পায়। প্রতিবোধ করবার শক্তি থাকলেও অবরোধের মাঝখানে ওটা অচল। আমাদের ভরসা করবার কেউ নেই। দেশের লোকও না—বিদেশেরও না—আছে শুধু মা ভবানী। তাঁকে ডাকো মাধব—তিনিই তোমার সুদিন দেবেন।

মাধব। আর সুদিন! ঘর পুড়ল—মেয়েটাকেও হারালুম সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনা—যদি বেঁচে থাকে—তার মান সম্ভ্রম—

গঙ্গা। ভেবোনা মাধব—তোমার মেয়ে শুধু বেঁচে নেই—মায়ের প্রসাদী ফুলের মতই পবিত্র আছে। সে আজ যার আশ্রয়ে আছে; তার কাছে, যমও ঘেঁসতে সাহস করবে না।

মাধব। রাধা বেঁচে আছে! কোথায় আছে নায়েব মশাই?

গঙ্গা। রামপ্রসাদের আশ্রয়ে।

মাধব। রামপ্রসাদের আশ্রয়ে! আঃ এইবার আমি নিশ্চিন্ত হয়েই যেতে পারবো।

গঙ্গা। কোথা যাবে মাধব?

মাধব। সর্বহারারা যে পথে যায়।

গঙ্গা। তা হবেনা মাধব। তোমাকে আমি অভিমান কোরে গ্রাম ছেড়ে যেতে দোবনা। এই অভিমান আর উদারতাই আমাদের সর্বহারা ক'রে তুলেছে। শুধু আতঙ্কে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি নিজেদের ঘর, আর-পর এসে ভয় দেখিয়ে সেই শূন্য স্থানে অবাঞ্ছিত দাবী কায়েমী করে নিচ্ছে। না—না মাধব, তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না।

মাধব। কে আমাকে আশ্রয় দিয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে নায়েব মশাই ?

গঙ্গা। আমি। আমিই আশ্রয় দোব মাধব।

মাধব। আপনি।

গঙ্গা। হ্যাঁ আমি। আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি।

মাধব। একথা, জমীদারের কাণে পৌঁছতে বেশী দেরী লাগবে না নায়েব মশাই।

গঙ্গা। জানি। অভয়দায়িনী মা ভবানীর সন্তান আমি—মানুষকে ভয় করি না। মাধব—দানবতার হাত থেকে মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হোলে, চাই মহাশক্তির আরাধনা।

মাধব। একা আপনি কী করবেন নায়েব মশাই ?

গঙ্গা। কিছু করতে না পারি মরতেতো পারব। মাধব এই অত্যাচারী জমীদারের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও, তার পশুবৃত্তি, কোন দিনই নিবৃত্তি হবে না। গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, দিনের পর দিন বেড়েই চলবে। আজ আমাদের সংঘবদ্ধ হোয়ে প্রতীকার করতে হবে। জাগিয়ে তুলতে হবে, প্রতি ঘরের নর-নারীকে, তাদের জানিয়ে দিতে হবে, অত্যা-চারিত মানবের আকুল আহ্বানে, দনুজদলনী মা ভবানী দশভূজা হোয়ে, দানবদলনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তুমি এস মাধব—আমাকে একবার যেতে হবে জমীদারের গোলাবাড়ীতে। খবর পেয়েছি খাজনা আদায়ের অছিলায়, সেখানে আরও

কয়েকটী মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে—আমি যাচ্ছি তাদের
উদ্ধার করতে। [গঙ্গাধরের প্রস্থান]

মাধব। চলুন আমি যাচ্ছি।

[মাধব চলিতে সুরু করিল।
কণ্ঠে গীত]

(গীত)

মাধব। পথ দেখায়ে মা দেমা কালী
যে পথে তোর আনাগোনা।
পথের পাশে রইব বসে মা,
তোর রাঙা চরণ ছাড়ব না।
আলো করা কালো রূপে
ওঠ্ মা জেগে আঁধার বুকে
বাজিয়ে কাঁকন রাঙিয়ে আগুন;
আয় মা হর মনোরমা।
জয়ের মালা প'রে গলে,
জয়কালী নাম ভূমণ্ডলে;
জয় কোরেনে দীন জনে,
দেখিয়ে মাগো তোর মহিমা।

তিন

দৃশ্যঃ—রামপ্রসাদের বাটীসংলগ্ন দোচালা।
আলপনা দেওয়া জল চৌকির উপর
কালীমূর্ত্তি স্থাপিত। সম্মুখে পূজার
সরঞ্জাম। সবাণী চন্দন ঘসিতেছিল।
সিদ্ধেশ্বরী বাটীর ভিতর হইতে আসিল।

সিদ্ধে। বউমা পেসাদ এখনও ফেরেনি ?

সর্বাণী। না মা—

সিদ্ধে। পাগল ছেলেকে নিযে আব পাবি না। সাবাদিন গেল, বাত একপোর হোল, তবুও ছেলের দেখা নেই। ভজুও ফেরেনি ?

সর্বাণী। ভজুদা এসেছিলো মা। উনি মুচি পাড়ায দীমুব বাড়ীতে আছেন, খবরটা দিযেই চলে গেল। দীমুব মেযের নাকি ভেদ হোয়েছে।

সিদ্ধে। যা ভেবেছি তাই! ওসব ছোঁয়াচে রোগ, আর তাই নিযে—নাঃ জানিনা বাছা অদেষ্টে আমার কী আছে। এ্যাতো বারণ করি, তা ছেলে কি আমার কোন কথা কাণে নেবে!

সর্বাণী। আপনিই তো বলেন মা, যে দরিদ্র নারাযণের সেবার ভিতব দিয়েই, মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওযা যায়।

সিদ্ধে। খুব লোককেই সাক্ষী মানতে এসেছি। যেমন আমার পাগল ছেলে, তেম্নি আমার পাগলী মেয়ে। ভাগ্যে ভজু এই সংসারে জুটেছিলো, তাই কোন রকমে, বাড়ীর কাজকর্ম্মগুলো হচ্ছে। ছেলেতো আমার সংসারের কুটোটাও নাড়লে না!

সর্বাণী। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়, কোন কাজই পড়ে থাকে না মা।

সিদ্ধে ওগো পণ্ডিতের বেটী তুমি থাম। আমি ও সব জানি। শুধু সাধন ভজন নিয়ে থাকলেই তো চলবে না—কটা পেট আছে চলাতো চাই। কত্তারতো ঐ শরীর। তিনি চোখ বুজলে, ওকেইতো সব ভার নিতে হবে।

সর্বাণী। এক রকম চলেতো যাচ্ছে মা। উপোস কোনে আমাদের কোন-দিনই তো থাকতে হয়নি।

সিদ্ধে। কাল পর্য্যন্ত হয়নি। আজ যে ঘরে একমুঠো চাল নেই। সারাদিন হাঁড়ি চড়লনা। কচি মেয়ে ছুটোর মুখে, একগরাস ভাত পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না! গেল কোথায় মেয়ে ছুটো?

সর্বাণী। পরমেশ্বরী—রাধাদির সঙ্গে বোধ হয় গঙ্গাজল আনতে গ্যাছে, আর ছোট খুকী সেই যে বিকেল বেলা বেরিয়েছে; আসবার নামটী নেই। আমি অনেকবার ওদের খেতে বলেছিলাম মা; তা মেয়েরা যে কিছুতেই খেলে না।

সিদ্ধে। ঘরে কী বা আছে বৌমা যে তাদের খেতে বলেছিলে?

সর্বাণী। কেন মা—এখনও চারটী মুড়ি আছে। তা মেয়েরা যে খাবেনা। বোল্‌লে কী জানেন? আজ—অমাবস্যা—গুরুদেব আসবেন, আমাদের ছেলের দীক্ষা হবে—ছেলে উপোস ক'রে থাকবে আর আমরা খাব!

সিদ্ধে। তাই নাকি! পরমেশ্বরী আর জগদীশ্বরী নাম দেওয়া কত্তার সাথ্যক্ হ'য়েছে। ও মেয়েরা তোমার সাক্ষাৎ ভবানী—এই তোমাকে বললুম বৌমা। [প্রস্থান]

[সর্বাণী মূর্ত্তির নিকট যাইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিল]

সর্বাণী। মা—মাগো, কী দিযে আজ তোমাব পূজো হবে মা? ঘবে যে কিছুই নেই—শুধু ফুল আব জল।

[হাঁফাইতে হাঁফাইতে কমলেব প্রবেশ]

কমল। বৌদি—বৌদি—প্রসাদদা কোথা?

সর্বানী। তিনিতো বাড়ী নেই কমল।

কমল। নেই! বাধাদি বাড়ীতে আছে?

সর্বানী। না।

কমল। তাহ'লে যা শুনেছি সবতো ঠিক্—

সর্বানী। কী শুনেছো কমল?

কমল। বাধাদিকে ধববাব মতলব হচ্ছিল।

সর্বানী। এ্যাঁ! বলকি কমল! তুমি শিগগিব যাও, উনি বোধ হয দীনু মুচিব বাড়ীতে আছেন।

কমল। আমি তাহ'লে চললুম বৌদি আব দেবী কবব না—

[প্রস্থানোদ্যত]

সর্বানী। এই বাত্রে একা যেওনা কমল, কাউকে সঙ্গে নিযে যাও—

[কমল ফিবিযা]

কমল। কেন ভাবছ বৌদি—আমাদেবই দেশেব এক ফোঁটা ছেলে কেষ্ট ঠাকুব, কালীয দমন কোবেছিল আব আমি সেই দেশেরই ছেলে হোযে কটা বদমায়েসকে ঢিট্ করতে পাববো না! আমি চললুম— [প্রস্থান]

সর্বাণী। তাইতো! এ আবার কী বিপদ! মেয়েটাও যে তার সঙ্গে আছে। মা শঙ্করী, এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা।

[বাহির হইতে আসিল পরমেশ্বরী, হাতে ফুলের সাজি]

পর। মা—আমার ছেলে এখনও আসেনি?

সর্বাণী। না। তুই কোথা ছিলি এতক্ষণ?

পর। বারে! আমার ছেলের আজ দীক্ষা—আমি বুঝি চুপ্ কোরে বসে থাক্‌তে পারি! কী রকম রক্ত জবার মালা গেঁথেছি দেখবে মা? [কলাপাতা চাপা দেওয়া মালা দেখাইতে গিয়া] না—তোমাকে দেখাব না, ছেলে এলেই তাকে দোব।

সর্বাণী। তাই দিস্। হাঁ হ্যারে—তোর রাধা পিসি কোথা? তুই তার সঙ্গে যাস্‌নি?

পর। বয়ে গ্যাছে—আমি কেন তার সঙ্গে যাব। সে আমাকে ডাকে? না ডাকলে, আমিতো যাবনা। ও আজ আমাকে ডাকবে, তবে আমি ওর কাছে যাব। [প্রস্থান]

সর্বাণী। মেয়ের কথা শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওকি সত্যিই ছলনা করতে এসেছে?

[জগদীশ্বরী বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া সর্বাণীকে জড়াইয়া ধরিল]

জগ। মা—

সর্বাণী। এত রাত পর্য্যন্ত কোথা ছিলি বল্‌ত খুকী?

জগ। কেন মা, আমিতো ঠাকুমাকে বলে গিয়েছিলুম। গয়লা পিসির বড্ড জ্বর—তাই মা কালীব চন্নামেত্তব দিতে গেছলুম।

সর্বাণী। একনও পূজো হোলনা, চন্নামেত্তব কোথা পেলি ?

জগ। হুঁ—পূজো হযনি বৈকি। আমি নিজে হাতে ঠাকুব গোড়ে-পূজো কোবে, চন্নামেত্তর নিযে, গযলা পিসিকে দিযে এলুম।

সর্বাণী। কী দিযে পূজো কবলি ?

জগ। কেন—দিদিব কাছ থেকে, একমুঠো জবা ফুল, আব বাধা পিসিব কাছ থেকে একঘটী গঙ্গাজল নিলুন—ব্যস। আব সেই সকালে, তুমি যে আমাকে মুড়ি দিযেছিলে মা, তাই মা কালীকে খেতে দিলুম।

সর্বাণী। সে কি বে! মা কালীলে মুড়ি খেতে দিলি।

জগ। কেন! বাবাতো বলেন—মাকে ভক্তি কোবে যে যা দেয—মা তাই খায।

সর্বাণী। তা তোব মা কালী মুড়ি খেলেন ?

জগ। খাবে না! নিশ্চয খাবে। না খেলে আমিও খেতুম নাকি—

[সবাণীকে হাঁসিতে দেখিযা]

ও তোমাব বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না মা ? আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও—আমি এক্ষুনি দেখিযে দিচ্ছি

জগ। পালিযো না যেন— [প্রস্থান]

সর্বাণী। মাগো—এত করুণা আমার ওপব! এযে ভাবতেও পারিনা মা!

[জগদীশ্বরী একটী ছোট কালী মূর্ত্তি লইয়া প্রবেশ করিল। মূর্ত্তির মুখে মুড়ি লাগিয়া আছে দেখা গেল]

জগ। এই দ্যাখ মা—মুখে এখনও মুড়ি লেগে আছে। বিশ্বাস হোলত ?

সর্বাণী। না দেখলেও বিশ্বাস হোত। তা মা কালীকে এরকম যেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরবি ?

জগ। তা কি করব—এ যে আমার সঙ্গ ছাড়ে না।

[জগদীশ্বরী চলিয়া গেল। সর্বাণী কিছুক্ষণ সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এমন সময় রামসেন ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল]

রাম। কৈ গো, মা জননী—

সর্বাণী। সারাদিন কোথা ছিলেন বাবা ? সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছেন এখন পর্য্যন্ত মুখে জল টুকুও পড়ল না।

রাম। বাড়ীতে থাকলেই বা কী মুখে দিতাম মা ? ঘরে যে আজ কিছুই নেই—আমি কি জানিনা ! প্রসাদ এখনও ফেরেনি ?

[সর্বাণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আসে নাই]

রাম। এত কোরে বুঝিয়েও, তাকে সংসারী করতে পারলাম না।

সর্বাণী। যিনি মুক্ত, তাঁকে কি বেঁধে রাখা যায় বাবা ?

রাম। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] তা বটে মা তা বটে। তবু বাপের মন, বুঝেও বোঝেনা। ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। [প্রস্থান

সর্বাণী। মা—মুখ রাখ মা। আমাদের তুমি ছাড়া যে কেউ নেই। আজ সবাই উপবাসী। তুমিই মুখে অন্ন তুলে দাও মা।

[নিস্তারিণীর প্রবেশ। কক্ষে ধামা ভরা চাল, ফল, তরকারী। শ্যামবর্ণা মেয়ে, পরিধানে লাল পাড় শাড়ী হাতে শাখা, সিঁথেয় সিঁদুর]

নিস্তারিণী। কই গো প্রসাদের মা—বলি কোথা গেলে গো? বাবা-বাবা, এই বোঝা নিয়ে কি এতটা পথ হাঁটতে পারি!

সর্বাণী। [কাছে আসিয়া] আপনি কে মা?

নিস্তা। তুমিই বুঝি আমার প্রসাদের বউ? বেঁচে থাক মা—বেঁচে থাক।

[নেপথ্যে সিদ্ধেশ্বরী]—

আমাকে কে ডাকলে বৌমা?

[এই কথা বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বরী প্রবেশ করিল]

সিদ্ধে। ও তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না মা!

নিস্তা। আমি বাছা বামুনদের মেয়ে। এ গাঁয়ে নতুন এসেছি। প্রসাদ আমাকে চেনে। আমাকে মা ব'লতে ছেলে একেবারে অজ্ঞান। আর প্রসাদের মুখে গান শুনতে না পেলে আমারও কিছু ভাল লাগে না। এই চাল ডাল কটা ধরত বাছা—প্রসাদ পাঠিয়ে দিলে। কী করি বল—ছেলের আবদার রাখতেই হবে। আমি এখন চলি বাছা।

সিদ্ধে। একটু বসবে না মা?

নিস্তা। আমার কি থির হ'যে বসবার যো আছে বাছা! কত জায়গায় এখনও ঘুরতে হবে।

[সবানী প্রণাম করিল]

নিস্তা। এস মা এস— [চিবুক স্পর্শ করিল]

সর্বানী। আব একদিন আসবেন না মা?

নিস্তা। আমাকে ডাকলেই আসব। যে আমাকে ডাকে তার কাছে না গিযে থাকতে পারি না।

[প্রস্থান]

[সর্বাণী ও সিদ্ধেশ্বরী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইযা নিস্তারিণীব গন্তব্য পথের দিকে চাহিযা রহিল—যেন মন্ত্র মুগ্ধ]

সিদ্ধে। মা ভবানীই আজ অন্ন জুটিযে দিলেন।

[ধামাটী কপালে ঠেকাইল]

সিদ্ধে। আমি যাই বৌমা—আগে মাযের ভোগের ব্যবস্থা করিগে।

[প্রস্থান]

সর্বানী। মাগো, দুঃখীর দুঃখ দূর করতে, এম্‌নি কোবেই তুমি এস মা। অন্ধ মানুষ জানতেও পাবে না।

[ভজহরির প্রবেশ]

ভজ। বৌদি—

সর্বাণী। এসেছো ভজুদা—রাধাদির সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে ? রাস্তায় কিছু গোলমাল শুন্‌লে ?

ভজ। গোলমাল ! কীসের বৌদি ?

সর্বাণী। শুনলাম—জমীদার নাকি, লোকজন নিয়ে আজ রাত্রে—

ভজ। তাকে ধরে নিয়ে যাবে ?

সর্বাণী। হ্যাঁ—

ভজ। কার কাছে শুনলে বৌদি ?

সর্বাণী। কমল বলে গেল।

ভজ। রাধার জন্যে কোন ভাবনা নেই। ধরে নিয়ে গেলেও তাকে আটকে রাখ্‌তে, সাতটা জমীদারেও পারবে না। সে কথা যাক্—এধারে যে এক মুঠো চালেরও যোগাড় করতে পারলাম না বৌদি—

সর্বাণী। চালের যোগাড় হোয়ে গেছে ভজুদা।

ভজ। হোয়ে গ্যাছে ! কী কোরে হোল ?

সর্বাণী। কী কোরে যে হোল—মা ভবানীই বোধ করি বলতে পারেন। একটী শ্যামবর্ণ মেয়ে—ধামা ভরা চাল, ডাল, তরকারী, ফল মূল নিয়ে এসে বললেন ; তোমার দাদা নাকি, তাঁর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভজ। কী বল্‌লে বৌদি ! শ্যামবর্ণ মেয়ে ! দাদা পাঠিয়ে দিয়েছে !

[কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ]

হায় হায় হায়—ঘর থেকে যদি না বেরুতাম—নাঃ—সংসারের কাজে ঠেকিয়ে, তোমরাই আমাকে ঠকাবে। [প্রস্থান]

[রামপ্রসাদের প্রবেশ]

সর্বাণী প্রসাদকে প্রণাম করিল

প্রসাদ। পাগ্‌লী আর কাকে বলে! দিনের মধ্যে, যতবার দেখা হবে, ততবারই কী প্রণাম করতে হয়?

সর্বাণী। দিনেব মধ্যে ক'বার দেখা পাই বলত?

প্রসাদ। দেখা পাওনা—না দেখ্‌তে চাওনা?

সবাণী। দেখ্‌তে চাইলেই কি ঠাকুব দেব্‌তার দেখা পাওয়া যায়? দেব্‌তাবা যে বড্ড নিষ্ঠুর। ভক্তকে না কাঁদিযে, তাঁরা যে দেখা দেন্ না।

প্রসাদ। না না সর্বাণী দেবতারা নিষ্ঠুব নন। তারা চিরকোমল—চির-সদয়।

[সিদ্ধেশ্বরীব প্রবেশ—সর্বাণীর প্রস্থান]

সিদ্ধে। এই যে পেসাদ এসেছিস্ বাবা? আমি ভেবে মবি—গুরু-দেবেব আসবার সময় হোল, অথচ—হ্যাঁ ভাল কথা—কাকে দিযে তুই অত চাল ডাল পাঠালিবে? অমন ভাল আলোচালই বা পেলি কোথা?

প্রসাদ। চাল! কী বলছ মা! আমি আবার কাকে দিয়ে চাল পাঠালাম?

সিদ্ধে। ওমা! সেকিরে! ঘরে গিয়ে ছাখ্‌না একটী মেয়ে—তাকে তুই নাকি মা বলিস্ সেই এসে দিয়ে গেল।

[প্রসাদ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ—যেন ধ্যানমগ্ন]

প্রসাদ। মা—এখনও কি বোঝনি, কে এসেছিলো তোমাদের ঘরে? চিন্ময়ী মা আমার, মানবীর বেশ ধ'রে আমাদেব অন্নদান কোরে গ্যাছে।

[কালী মূর্ত্তির পদতলে বসিযা]

মা—অন্নপূর্ণা তুমি, দীনের জননী তুমি, তোমার ঐ রাঙা চরণে দীন সন্তান প্রসাদ যেন এতটুকু স্থান পায মা। মবি! মবি! কী শোভা তোর ঐ রাঙা দুটী পায।

(গীত)

কত শোভা ঐ রাঙা পায়!
মনির আকর,
আলোর সাযর,
বিজলী খেলিয়া যায।
ধরণীর বুকে ওঠে আজি ধ্বনি,
শুধু শ্যামা নাম, শ্যামা আগমনী,
শ্যামল ধরাব, শ্যামার লীলায়,
হৃদয় গলিয়া যায়॥

[প্রসাদের গান শুনিয়া, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী ধীরে ধীরে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পাশে দাঁড়াইল। গান

তখনও শেষ হয় নাই—ভজহরির সহিত আগমবাগীশের প্রবেশ। সকলে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে আগমবাগীশ হাত নাড়িয়া বাধা দিল ও তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিল]

আগম। প্রসাদ—মাতৃ আশীর্ব্বাদে, তোমার অতুল যশঃ সৌরভ, বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করবে। তোমার মধুর সাধন সংগীতে বাঙ্‌লা দেশ পবিত্র হবে।

[প্রসাদ আগমবাগীশকে প্রণাম করিল]

প্রসাদ। গুরুদেব—যশ কীর্ত্তি আমি কিছুই চাই না, আমি চাই মায়ের আশীর্ব্বাদ। আমাকে সেই দীক্ষা দিন গুরুদেব, যার বলে, মাকে আমার ভক্তির ডোরে, বেঁধে রাখতে পারি।

আগম। মায়ের আদেশে আজ তোমাকে সেই দীক্ষাই দিতে এসেছি প্রসাদ।

[সকলে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল]

———

চার

দৃশ্য :— জাঙাল রাজপথের উপর বাধা বটতলা। আশে পাশে ঝোঁপ—গাছের সারি। দূরে নদী। একটী ঝোঁপের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইল কমল। ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া, আর একটী ঝোঁপের দিকে গিযা অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল।

কমল। দাদু—দাদু—বেরিযে এসো। ও দাদু ঘুমুচ্ছ নাকি ?

[ঝোঁপের ভিতর হইতে বাহিব হইল বিরিঞ্চি]

বিরিঞ্চি। বারে পেল্লাদে ! আবার রসিকতা ! ঝোঁপের মধ্যে মানুষেব ঘুম আসে.? মশার কামড়েতো, গাযে এক একখানি আস্কে পিঠে গজিয়ে উঠেছে। তা বাবা পেল্লাদ—কী তোব মতলব বল্ দেখি ?

কমল। সব এখনি দেখ্‌তে পাবে।

বিরিঞ্চি। তাতো পাবো, কিন্তু এর মাঝখানে, হঠাৎ যদি পিঠে নাদ্‌না পড়ে, তাহ'লে যে স্রেফ্ সবষে ফুল দেখ্‌তে হবে বে ?

কমল। ছিঃ দাদু—পরের ভাল করতে হোলে, কষ্ট সহ্য কবতে হয জানোনা ?

বিরিঞ্চি। আরে গেল ! তুইও দেখছি ঐ পেসাদের হাওযা পেযেছিস্!

কমল। কেন ?

বিরিঞ্চি। যত পরের ঝক্কি কাঁধে নেওয়া। রাতের বেলা কোথায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুবো—না টেনে নিয়ে এলি বন বাদাড়ে।

কমল। আমি কি আর টেনে এনেছি দাদু—টেনে এনেছেন মা কালিকা।

বিরিঞ্চি। দূর তোর কালিকা। ফের যদি, ঐ নাম করবি তো তোর মুখদর্শন করব না।

কমল। তা করবোনা। কিন্তু দাদু—মা কালীর নাম না নিলে, তোমার দিন চলবে ?

বিরিঞ্চি। রামঃ ও নাম আর মুখে আনি। অযাত্রা—অযাত্রা। এবার গোঁসাইজীর শিষ্য হব। স্রেফ্ তিলক কেটে হরি হরি বলব আর দিস্তে দিস্তে মালপো ওড়াব। ওরে ও পেল্লাদে—ঐ দূরে কারা যেন আসছে না ?

কমল। আসবেই তো। সেই জন্যেই তো আমাদের এখানে আসা। দাদু একটু দাড়াও—

[কমল দ্রুত ঝোপের ভিতর হইতে একটা সরা ঢাকা হাঁড়ি লইয়া আসিল]

বিরিঞ্চি। ও হাঁড়িতে কী আছেরে ?

কমল। ফলার—

বিরিঞ্চি। ফলার। [হাঁড়িটা লইল]

কমল। কিন্তু এ ফলার তোমার জন্যে নয় দাদু।

[বিরিঞ্চি হাঁড়ির ধারে কাণ পাতিয়া]

বিবিঞ্চি। ওরে ও পেল্লাদে—কী বকম ফলাব বে? খড-খড় কবে কেন?

কমল। জ্যান্ত ফলাব কিনা দাদু। নাও নাও ঐ দিকে চল। [গাছেব দিকে অগ্রসব হইল] আমি এই গাছেব ওপব উঠি তুমি হাঁড়িটা আমাকে তুলে দাও।

বিবিঞ্চি। তা দিচ্ছি—কিন্তু ব্যাপাবটা কী বল দেখি?

কমল। আঃ এখন কথা কোযনা। [কমল গাছে উঠিযা] দাদু—দাও—

[বিবিঞ্চি দিল কমল হাঁড়িটাকে ডালেব মাঝখানে বাখিযা নামিযা আসিল]

দাদু—শিগ্‌গিব পালিযে এস—বাবা আসছে।

বিবিঞ্চি। এ্যাঁ। কোনদিকে যাব বে?

কমল। এই দিকে— [টানিযা ঝোঁপেব ভিতব লুকাইল]

[অনন্ত, তর্কতীর্থ ও দামুব প্রবেশ]

অনন্ত। তোকে যা বলেছি—ঠিক সেই মত কাজ কববি।

দামু। আপনি দেখুন না হুজুব—বেমালুম লোপাট কোবে দিচ্ছি। কিন্তু বখশিসটা এবার—

তর্ক আরে বাপু ভাবছিস কেন এবাব মোটা গোছেব।

অনন্ত। তুই ঠিক রাধাকেই দেখেছিস তো?

দামু। আজ্ঞে—দুটী চক্ষু ডাগোর করে দেখ্‌লাম, কলসী কাঁকে গাঁঙের ধারে গেল।

অনন্ত। মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে যাবি।

দামু। সে আর বলতে হবেনা হুজুর—'রা' কাড়তে দেবো না।

অনন্ত। একেবারে গোলাবাড়ীর কোণের ঘরটায়, চাবি দিয়ে রাখ্‌বি বুঝেছিস্‌?

দামু। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

অনন্ত। এইবার দেখিনা—রামবক্সি আর তার ব্যাটা পেসাদ কেমন কোরে আজ রাধাকে রক্ষে করে। আমার ওপর টেক্কা দেওয়া—

তর্ক। তা যা বলেছো বাবাজী—পেসাদটা বড্ড বাড় বেড়েছে। আমার ভয় হয় বাবাজী—ঐ গঙ্গা ব্যাটা না এবারও বাগড়া দেয়।

অনন্ত। সে ভয় নেই ব্যাটাকে কাজের অছিলায়, ভিন গাঁয়ে পাঠিয়েছি।

তর্ক। ব্যস্—ব্যস্—ওই ব্যাটাকেই যা ভয়। ব্যাটা যেন মহিষাসুর।

অনন্ত। সব ঠিক করছি। একটা ছোট লোকের মেয়ে তার কিনা এত তেজ— [কাহাকে দূরে দেখা গেল] কে?—কে ওখানে?

[গঙ্গাধরের প্রবেশ]

গঙ্গাধর। আমি।

তর্ক। [স্বগত] দফা সেরেছে।

অনন্ত। তুমি এখানে কেন? তোমাকে যে কাজে পাঠালাম তার কি হোল?

গঙ্গা। বলছি। কিন্তু তার চেযেও একটা জরুরী খবর দিতে, আপনার খোঁজে আসতে হোল।

অনন্ত। জরুরী খবর ?

গঙ্গা। আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুমারহাটীর দপ্তর থেকে শুনে এলাম—মহারাজ স্বয়ং নাকি কাল সকালেই এখানে এসে পৌঁচচ্ছেন।

তর্ক। [জানন্তিকে] বাবাজী—

অনন্ত। [জানন্তিকে] থামুন। [গঙ্গাধরের প্রতি] কেন আসছেন জানো ?

গঙ্গা। কী নাকি জরুরী তদন্ত করতে।

তর্ক। [জানান্তিকে] বাবাজী বিপদ গুরুতর !

অনন্ত। [জানান্তিকে] থামুন না আপনি। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা তুমি কাছারীতে অপেক্ষা কর আমি এখুনি যাচ্ছি।

গঙ্গা। তা যাচ্ছি—কিন্তু একটা কথা বলব ?

অনন্ত। কী ?

গঙ্গা। এই গাঁয়ের শাসন আর শৃঙ্খলা রাখবার বিধিগুলো বদলে ফেলুন।

অনন্ত। তার মানে ?

গঙ্গা। শক্তি থাকলে দুর্বলকে হয়ত শাসন করা যায কিন্তু তার একটা প্রতিধ্বনি আছে যাতে একদিন শাসক আর শাসিতের মাঝখানে এনে দেবে বিরাট ভাঙন।

অনন্ত। তুমি আমাকে কী করতে বল শুনি ?

গঙ্গা। উপস্থিত—রাধার বাপের দরুণ জমী জমা, রাধাকে ফিরিয়ে দিন—

তর্ক। মন্দ যুক্তি নয় কিন্তু সে যদি তার মরা বাপকেও ঐ সঙ্গে ফিরে পেতে চায় ?

অনন্ত। আপনি চুপ করুনতো। যদি না দিই ?

গঙ্গা। দিলে ভাল হয়। শুধু মাধবের নয়—এ'গাঁয়ের যাদের যাদের জমী বাজেয়াপ্ত করা হ'য়েছে—সকলেরই ফিরিয়ে দিলে ভাল হয়। কারণ এই নিয়ে সম্ভবতঃ—

অনন্ত। গোলযোগ হবে ?

গঙ্গা। হ্যাঁ।

অনন্ত। তুমিও এর মধ্যে আছ—না গঙ্গাধর ?

গঙ্গা। এখনও নেই—তবে পরের কথা বলতে পারি না।

অনন্ত। বেশ—তুমি তাহলে গিয়ে কাগজ পত্র তৈরী করে ফেল। আমি এখুনি যাচ্ছি।

গঙ্গা। বেশ— [প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। হ্যাঁ—আর একটা কথা [গঙ্গাধর দাঁড়াইল]
শুনলাম সেই কাণা মাধবটা মরেনি, সে এই গাঁয়েই আছে।

গঙ্গা। বেঁচে থাকে—একদিন নিশ্চয় দেখা পাবেন।

অনন্ত। তুমি কিছু জাননা ?

গঙ্গা। যেদিন প্রয়োজন হবে বলব। [প্রস্থান]

তর্ক। বাবাজী আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কি ভাল হবে ? ওব্যাটা যখন এসে পড়েছে—

অনন্ত। আমি এগিয়ে দেখে আসছি— [প্রস্থান]

তর্ক। নাঃ বড়লোকের হুসন্ত হয়ে থাকা, নিতান্তই বিড়ম্বনা।

[অনন্তর প্রবেশ]

কী হোল বাবাজী ব্যাটা এখানে কোথাও লুকিয়ে নেই তো?

অনন্ত। না—সোজা কাছারীর দিকেই গেল। ছাড় পত্রের কথা না বললে ওকি যেতো—

[এমন সময়ে দূরে বাধার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

[নেপথ্যে বাধা] খবরদার গায়ে হাত দিবি না—কোথায় যেতে হবে চল্—আমি নিজেই যাচ্ছি।

অনন্ত। ধরা পড়েছে। আসুন আর এখানে নয়।

তর্ক। নিশ্চয়— [উভয়ের প্রস্থান]

[ঝোঁপের ভিতর হইতে বাহির হইল বিরিঞ্চি ও কমল]

বিরিঞ্চি। জীতা রহো বেটা! এতক্ষণে বুঝলাম, ফলার কাদের জন্যে মেখেছিস্। উঃ আড়াই হাত ছেলে হোলে কি হয়, বুদ্ধিতে সেই গবলার ব্যাটাকেও হার মানিয়েছিস্।

কমল। চুপ্ কর দাদু চেঁচিয়োনা। আমি ঐ গাছের ওপর লুকিয়ে রইলাম। তুমি ঐ ঝোঁপটার পেছনেই থাক। কোন ভয় নেই দাদু—বসে বসে মা কালীর নাম কর—দেখবে সব বিপদ কেটে যাবে।

বিরিঞ্চি। অগত্যা—কেলে বেটী কি কম ধড়ীবাজ। লোককে বিপদে ফেলে, তার মুখ দিয়ে, নিজের নাম করিয়ে তবে ছাড়বে।

[কমল গাছে উঠিল-বিবিঞ্চি গেল ঝোঁপের পিছনে]

[বাধার দ্রুত প্রবেশ পশ্চাতে দামু ও বংশী]

বাধা। খবরদার ভাল চাস্‌তো গায়ে হাত দিবিনা।

[রুখিয়া দাঁড়াইল]

বংশী। থাম্ থাম্ আর বোষার দেখাসনি।

দামু। ভালয় ভালয় চ'লতে সুরু কর দেখি বাই—

বাধা। না—আমি যাব না।

বংশী। বটে! নেবে দেমো সাপ'ট ধর দেখি—

বাধা। খবরদার—

দামু। কেন আর দোল খাওযাচ্ছ চাঁদ। রক্ষে করবার আজ আর কেউ নেই।

বাধা। যার কেউ নেই—তার মা কালী আছেন।

বংশী। তোদের কালী আজ কালা হযে বসে আছে। নেনাবে দেমো—

দামু। এইযে—[ধরিবার জন্য পাঁযতাড়া কসিতে লাগিল বাধা ইতঃস্ততঃ প্রাণভয়ে ছুটোছুটী করিযা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল ও আর্ত্তকণ্ঠে বলিল]

রাধা। মাগো—রক্ষে কর মা—রক্ষে কর—

[ইতিমধ্যে দামু ও বংশী গাছের তলায় আসিল যে গাছে ছিল কমল। কমল সুযোগ বুঝিয়া হাঁড়িটী ফেলিযা দিল। হাঁড়িটী ভাঙিযা যাইতে, দেখা গেল—একটী সাপ]

দামু ও বংশী। ওরে বাবা—কেউটে সাপ্ রে—।

[প্রাণভয়ে পড়িতে পড়িতে পালাইয়া গেল]

রাধা। সাপ্! [রাধাও পলাইতেছিল এমন সময় কমল গাছের উপর হইতে বলিল]

কমল। ভয় নেই রাধাদি—ভয় নেই। [নামিয়া আসিল] বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ। সাপুড়েদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। কিন্তু আর দাঁড়িয়ো না রাধাদি—শিগ্‌গির পালিয়ে চল।

রাধা। কমল ভাই—তুমিই তা'হ'লে আজ আমাকে রাক্ষসদের হাত থেকে বাঁচালে?

কমল। মা কালী বাঁচিয়েছেন দিদি—

[বিরিঞ্চি বাহির হইয়া আসিল]

বিরিঞ্চি। কক্ষনো না—কেলে বেটী কিস্যু করেনি। যা কিছু করেছি আমরা দু'টীতে।

কমল। ভুল—দাদু ভুল। প্রসাদদা বলেন—"যা কিছু মানুষ করে, সবই মায়ের ইচ্ছায়।" প্রসাদদার মুখে গান শোননি "সকলি তোমারি ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

বিরিঞ্চি। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়—ওদিক থেকে কীসের আলো এগিয়ে আসছে—দেখেছিস্—

[দূরে আলোর আভাস দেখা গেল]

কমল। [দেখিয়া] তাইতো দাদু। আর নয় পালাই চলো। রাধাদি আর হাঁক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না—শিগ্‌গির এসো—

[রাধার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

বিবিঞ্চিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল]

পাঁচ

দৃশ্য : গঙ্গাতীর—উষার প্রাক্কাল। রক্তিম সূর্য্য সবেমাত্র উদয় হইতেছে। মাধব বসিয়া গাহিতেছিল।

(গীত)

মিনতি আমারি মাগো
ও রাঙা চরণে শ্যামা।
ভ'য়ে উদয় দাও মা অভয়
সাজি মাগো বীরাঙ্গনা॥
মালা গেঁথে ভক্তি জবায়,
দুলিয়ে দোব মা তোরি গলায়,
রাঙিয়ে দে মা আঁধার হৃদয়,
ভুবনমোহিনী বামা॥

[গঙ্গাধরের প্রবেশ]

গঙ্গা। আমার একটু দেরী হয়ে গ্যাছে মাধব। চল এইবার আমরা মন্দিরে যাই।

মাধব। চলুন নায়েব মশাই। [উভয়ের প্রস্থান]

[অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিল আগমবাগীশ ও রামপ্রসাদ]

আগম। সকল সাধনারই মূল—ভক্তি। ভক্তির উচ্চভাবই প্রেম। প্রেম ও ভক্তির চক্ষে, যাকে একবার দেখা যায়, তাকে লাভ করা কষ্টসাধ্য নয় প্রসাদ।

প্রসাদ। কিন্তু গুরুদেব—সংসার, বিষয়-বাসনা, এসব কি সাধনার অন্তরায় নয়? সাংসারিক মায়া-বন্ধন কি সিদ্ধির পথে মানুষের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না?

আগম। প্রসাদ, মায়াত্যাগ, শক্তি হীনতার লক্ষণ। মায়াকে জয় করাই বীরত্ব। এই সংসার মায়াময়। মায়াময় সংসারে, চৈতন্য লাভ কোরে, যে এগিয়ে চলতে পারে, সেই প্রকৃত বীর সাধক।

প্রসাদ। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব আমি যেন মায়া জয় কোরে সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলতে পারি।

আগম। সাধন সমরে আজ তুমি জয়ী প্রসাদ। মায়ের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ তুমি লাভ করেছো। আমি এখন আসি বৎস। যথা সময়ে আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান]

প্রসাদ। মা ভবানী—তোর প্রসাদকে সত্যকার পথ দেখিয়ে দে মা।

[প্রসাদ যাইতেছিল। পিছন হইতে সদ্যস্নাতা রাধা ডাকিল]

রাধা। ঠাকুর—

প্রসাদ। কী দিদি?

রাধা। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ঠাকুর।

প্রসাদ। কেন দিদি ?

রাধা। জমীদারের আর কত অত্যাচার সইব ? অন্ধ বাপ—তাকে পুড়িয়ে মারলে। দুবেলা খাবার সংস্থান—ক'বিঘে জমী, কেড়ে নিলে, তাতেও তার সাধ মিটল না। পশুর মত দিন রাত ছুটে বেড়াচ্ছে পেছু পেছু। কেউ একটা কথা বলবে না—সবাই চুপ্ করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে।

প্রসাদ। জিঘাংসাবৃত্তি যখন মানুষের অন্তর অধিকার করে তখন তাকে পশুই কোরে তোলে। কিন্তু জানোনা দিদি, অতি বড় হিংস্র পশুকেও, বশ করতে পারে এই মানুষ।

রাধা। সত্যকার পশুকে হয়ত বশ করা যায়। কিন্তু মানুষ পশুকে কেউ বশ করতে পারে না। অনন্ত চাটুজ্যে পশুরও অধম।

প্রসাদ। মায়ের কোপানলে ওর পশুবৃত্তি একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে দিদি। মায়ের প্রতি বিশ্বাস না হারিয়ে, প্রাণ ভোরে তাঁকেই ডাকো।

রাধা। মাকে যতই ডাকি—ততই তিনি দেন দুঃখ্যু।

প্রসাদ। ভুল দিদি ভুল। মা কি কখনও সন্তানকে দুঃখ দিতে পারেন। মা আমার সন্তানকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটী সোনা করে তুলে নেন। দুঃখ সহ্য করাইতো বিশ্বাসের মাপকাটী দিদি।

রাধা। না না ঠাকুর, তোমার মা পাষাণী। তার অন্তর পাথর দিয়ে গড়া।

প্রসাদ। যে আমার মাকে পাষাণী বলে, সে মায়ের মহিমা বোঝে না। বরাভয় দায়িনী, নিস্তারিণী মা আমার সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পাগলিনী। ওরে দিদি অজ্ঞতার অন্ধকার ঠেলে, ঘুমের ঘোর

কাটিয়ে জ্ঞান চক্ষু দিয়ে, মাকে আমাব দেখ, তবেই তাকে চিন্‌তে পাববে। এস দিদি— [উভযেব প্রস্থান]

[গঙ্গাতীবস্থ মন্দিব হইতে বাহিব হইযা আসিল গঙ্গা-ধবেব হাত ধবিয়া মাধব। উভযে বামপ্রসাদেব কথা শুনিতেছিল।]

মাধব। প্রসাদ বাংলাব অমূল্য রত্ন তুমি। ধর্ম্মেব ভিতব দিযে যদি এই সুপ্ত জাতিকে কেউ জাগিযে তুলতে পাবে—পাববে শুধু তুমিই—

গঙ্গা। চল মাধব. আব নয—বেলা হোযে যাচ্ছে এখুনি হয়ত আমাদেব কেউ দেখতে পাবে।

মাধব। কিন্তু নাযেব মশাই, আব যে নিজেকে লুকিযে বাখতে পাবছি না। কাণেতো সব কথাই শুনলেন। বাপ হোযে মেয়েব এত বড বিপদেও কিছু কবতে পাবছি না। ঐ লম্পটেব শাস্তি কি হবে না ?

গঙ্গা। হবে মাধব হবে। শাস্তি দেবাব ভাব, মা ভবানীব হাতেই ছেডে দাও ভাই। মাধব আজ শুধু তোমাব আমাব নয, সাবা বাংলাব সর্ব্বাঙ্গে বক্তধাবা। শ্যামশস্যভবা বাংলাব শ্যামল ভূমি বক্তবঞ্জিত কবে দানবেব দল আজ নির্ব্বিবাদে ঘুবে বেড়াচ্ছে। তাদেব তাণ্ডবলীলাব গতিবোধ কবতে, মাকে আমাব আজ দানবদলনীব বেশে সাজিযে তুলতে হবে। [উভযেব প্রস্থান]

ছয়

দৃশ্য :— [বিদ্যাধর গোঁসাইএর বাটীর সম্মুখস্থ পথ। দরজা খুলিয়া বিদ্যাধর রাস্তায় নামিল। হাতে তেল ধুতি গামছা, ছোট কুপিতে তেল]

বিদ্যা। হবে কৃষ্ণ, হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে, নাঃ বঙ্কা ব্যাটার সুদটা দেবার কথা—হারামজাদা এখনও এসে পৌঁছল না।

[দরজা খুলিয়া বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া ডাকিল]

বিদ্যা। বলি ওগো শুনছো—শুনছো গা—

মোক্ষদা। [নেপথ্যে] "হ্যা—হ্যা শুন্‌ছি বলনা ?"

বিদ্যা। আহা একবার এদিকে এসই না—হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ—কইগো এলে ? ও বাঙাবৌ

মোক্ষদা। [নেপথ্যে] আর পারিনা বাবা—

[এই কথা বলিতে বলিতে মোক্ষদা বাহিরে আসিল]

মোক্ষদা। কী বল ? ওগো শুনছোর জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হোয়ে গেল! আখোনা—

বিদ্যা। আহাহা চটছো কেন। বাড়ীতেতো আমরা মাত্র একজোড়া মানুষ। হবে রাম, হবে রাম, তা আমার কথা, তোমাকে

রাখতেই হবে, আর তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। আরতো দ্বিতীয় স্ত্রীলোক আমার আর কেউ নেই।

মোক্ষদা। আননা কেন দ্বিতীয় স্ত্রীলোক, দুখ্যুই বা থাকে কেন।

বিদ্যা। হরে রাম, শেষে কী জীবহত্যার পাতকে পড়ব।

মোক্ষদা। তার মানে?

বিদ্যা। মানে, তোমার আওতায়—দ্বিতীয় স্ত্রীলোক গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়বে। হরে রাম, হরে রাম—

মোক্ষদা। থাম-থাম—আর রসিকতা কবতে হবে না। কী বলবে বল—দ্যাখনা—

বিদ্যা। আহাহা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাঙা বৌ? বলি আজ এত সাজ গোজ কেন? কোথাও যাবাব ববাত আছে নাকি?

মোক্ষদা। যাব—একেবারে চুলোয—

বিদ্যা। হরে রাম, হরে রাম—আহা ক্রোধ কর কেন? বলছিলাম কি—ঐ বঙ্কা—ঐ যে মদনা ঘোষের ব্যাটা—

মোক্ষদা। হ্যাঁ—হ্যাঁ বুঝেছি—কী বলবে তাই বলনা?

বিদ্যা। বঙ্কা যদি আসে বসতে বোলো। হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—আর ঐ নবনে হারামজাদা, একেবারে গা ঢাকা দিযে বেড়াচ্ছে—ওরা দুটোতে যদি আসে—

মোক্ষদা। বসিয়ে রাখবো—এই তো? ওরা বুঝি সুদের টাকা দিতে আসবে?

বিদ্যা। সে খবরে তোমার দরকার কি? তুমি শুধু তাদের বসিযে রাখবে। হরে রাম, হরে রাম—দেখো যেন পালায় না।

মোক্ষদা— এলেতো পালাবে—দ্যাখনা! চারদিকে মন্বন্তর, একমুঠো চাল

কারো ঘরে নেই, তারা দেবে সুদের টাকা—হ্যাখনা—চাইতে লজ্জা হয়না তোমার? সিন্দুক-ভরা টাকা কে ভোগ করবে শুনি?

বিদ্যা। আমি—আমি ভোগ করব। হরে রাম—হরে রাম—দেখো দয়া কোরে যেন বাক্স খুলে, হাতে কিছু গুঁজে দিয়োনা—তোমার ত' গুণে ঘাট নেই। বসিয়ে রেখো—বুঝলে—যেন বোলোনা—যে টাকা দিতে—হবেনা।

মোক্ষদা। সে তারা জানে। যমে তাদের ছাড়লেও, তুমি ছাড়বে না—হ্যাখনা—

[দমাস করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

বিদ্যা। নাঃ এই পঞ্চমপক্ষা নারীকে কিছুতেই বশে আনতে পারলাম না। যাই স্নানটা সেরে আসি। হরে রাম—হরে রাম—[প্রস্থান]

[দূরে বারোয়ারী তলায় ঢাক বাজিয়া উঠিল]

[অনন্ত ও তর্কতীর্থের প্রবেশ]

তর্ক। তবে আর বল্‌ছি কি বাবাজী, খোল করতাল শিকেয় উঠল। ব্যাটারা এধারে খেতে পাচ্ছে না। হাল গরু ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে চালাচ্চে—এদিকে কালী পূজোর ঘটা দেখনা! পেসাদে—নাকি বলেছে, মা কালীর পুজো করলে, অনাবৃষ্টি কেটে যাবে।

অনন্ত। মা কালী একেবারে পেসাদের হাত ধরা কিনা! আকাশ ফুটো করে, জল ঢেলে দেবে। যত সব মুখ্যু গেঁইয়া পেয়েছে, ভুজুং দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার ক'রছে।

[বংশীব প্রবেশ]

বংশী। না হুজুর—নাযেব মশাইকে দেখতে পেলাম না। সারা গাঁখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কোথাও নেই।

তর্ক। কেমন বাবাজী—আমাব কথা ফলেছে? তখনি বলেছিলাম—ওব্যাটাকে আগে সরাও। তুমি বাবাজী গয়ংগচ্ছ কোরেই তো ওর বাড় বাড়িযে দিচ্ছ। এই যে গাঁয়ের লোক ধুয়ো ধরেছে খাজনা দোবনা, এর মূলে ঐ গঙ্গানন্দন।

অনন্ত। হুঁ—তাই দেখছি। বংশে—যেখান থেকে পারিস—গঙ্গাটাকে ধরে নিযে আয়। আমি বারোযারী তলায রইলাম। আসুন তর্কতীর্থ মশাই, আগে পেসাদের শ্রাদ্ধটা সারি, তারপর সব ব্যাটাকে দেখে নোব।

[অনন্ত, তর্কতীর্থ ও বংশীর প্রস্থান]

[দরজা ফাঁক করিয়া মোক্ষদা দেখিয়া বাহিরে আসিযা বলিল। হাতে তার একটী ছোট রেকাবীতে পূজার সামগ্রী]

মোক্ষদা। গোল্লায় যেতে হবে। পেসাদের পেছুনে লেগেছো—ঐ মা কালীর খাঁড়া গুপ্ করে গলায় একদিন পড়বে। যাই এই বেলা মাযের পূজোটা দিয়ে আসি। নইলে হরে কেষ্টো মিন্সে ঘরে ঢুক্‌লেতো, নড়বার যোটী নেই।

[পূজা দিতে যাইতেছে এমন সময় কমল আসিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদা রেকাবী খানি কাপড়ের ভিতর লুকাইল]

কমল। জেঠীমা—কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি? কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে কী—নিয়ে যাচ্ছ?

মোক্ষদা। ওমা! কোথা আবার কি!

কমল। বুঝেছি—কালী পূজো দিতে যাওয়া হচ্ছে? জেঠা মশাই আসুক—আমি সব বলে দোব।

মোক্ষদা। আর তোর জেঠা মশায়ের নিকুচি করেছে। যা—যা বল্‌গে যা তোর জেঠাকে—গলাটা আমার কেটেই দেবে আর কি। দ্যাখনা—

কমল। এই কথাতো? বেশ এই আমি বসনুম— [সিঁড়িতে বসিল]

মোক্ষদা। ছিঃ বাবা কমল—মায়ের পূজো দিতে যাচ্ছি, গাঁয়ের ভাল হবে, অনাবৃষ্টি কেটে যাবে, ধান চাল হবে, গরীবরা খেয়ে বাঁচবে, এতে কি বাধা দিতে আছে? তোমার পেসাদদা বোলেছে, মাকে ডাকলে সব দুখ্যু কষ্ট যাবে, আর তুমি কিনা—জেঠীমাকে বারণ করছ—ছিঃ—

কমল। বারণ করব কেন—যাওনা তুমি—

মোক্ষদা। যাবোনাতো কি? এক ফোঁটা ছেলের ভয়ে পূজো দেওয়া বন্ধ করব? দ্যাখনা—

কমল। ভয় দেখাব কেন। [উঠিয়া আঁচল সরাইয়া]

কিন্তু জেঠীমা—ঐ দুটো ফল ফুলেই কি মা ভুলে যাবে? দাওনা তোমাদের টাকার সিন্দুকটা খুলে। মায়ের কত ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরছে—খেয়ে বাঁচবে।

মোক্ষদা। আ আমার পোড়া কপাল! আমার ঐ হরেকেষ্টো মিন্‌সের

জ্বালায় কি কাকেও কিছু দেবার যো আছে? কেরেট—কেরেট। নিজেও খাবে না—পরকেও খেতে দেবে না। ওরে ও কমল—তোর বাবা যেন এই দিকেই আসছে রে—

[সিঁড়ির উপর উঠিয়া দেখিয়া]

কমল। তাইতো জেঠীমা—কি করি বল দেখি?

মোক্ষদা। করবি আমার ছেরাদ্দ। তোর সঙ্গে বক্‌তে গিয়ে মায়ের পূজোটাও দেওয়া হোল না!

কমল। তার জন্য ভেবোনা জেঠীমা—তোমার পূজো মা নেবেই। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো।

মোক্ষদা। না বাছা—তোর বাবা দেখ্‌তে পেলে, তোকে আর আস্ত রাখবে না—আমি এখান থেকেই পূজো করব।

কমল। তুমি কেন ভয় করছ জেঠীমা। ঘরে চুপটী করে বসে থাক—আমি পূজো দিয়ে, পেসাদ নিয়ে এসে তোমাকে খাইয়ে তবে যাব। এইরে—বাবা এসে পড়ল যে—চল চল জেঠীমা—দরজা বন্ধ করে দাও।

[মোক্ষদা ও কমল বাড়ীর ভিতর গেল ও দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

[অনন্ত ও নিধিরামের প্রবেশ]

নিধি। সব ব্যাটা এক কাট্টা হোয়েছে হুজুর। একবাক্যে বলছে—'সিকি পয়সা আমরা খাজনা দোব না।' ঐ নায়েব মশাইটী হুজুর ওদের হাতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। ওঁরই ফুস্‌লুনিতে,

ওদের বুকের পাটা বেড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও হুজুর—একটা ভয়ানক কথা শুনছি। গোবিন্দ জানেন সত্যি কি মিথ্যে—

অনন্ত। কী?

নিধি। আঁজ্ঞে—সে বড় ভয়ানক কথা। সে কথা এখানে—

অনন্ত। ন্যাকামী করিসনি—কী কথা বল্?

নিধি। আঁজ্ঞে, নবাবের দরবারে নাকি লোক যাচ্ছে। কী সব কাগজ পত্তর—নায়েব মশাই পেয়েছেন, যাতে নাকি এ জমীদারী, আপনার নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অনন্ত। প্রমাণ পাওয়া যাবে?

নিধি। আঁজ্ঞে হ্যাঁ—

অনন্ত। জমীদারী আমার নয়?

নিধি। আঁজ্ঞে না—

অনন্ত। জমীদারী আমার নয়ত কার বাবার জমীদারী?

নিধি। আঁজ্ঞে—আপনার বাবার—

অনন্ত। হুঁ সেই গঙ্গা হারামজাদাটাকে দেখেছিস?

নিধি। আঁজ্ঞে কোথাও হয়ত সভা ডেকে বক্তিমে দিচ্ছেন।

অনন্ত। বংশে-দেমো- আরও চার পাঁচ জন পাইক সঙ্গে নিয়ে, যেখান থেকে পারিস্, গঙ্গাকে ধরে নিয়ে আয়। আজ তারই একদিন কি আমারি একদিন।

[গঙ্গাধরের প্রবেশ, নিধিরাম ভয়ে একপাশে দাঁড়াইল]

গঙ্গা। ধরতে যেতে হবে না। বলুন কী বলতে চান?

অনন্ত। এই ক'দিনে খাজনা কত আদায় হোল?

গঙ্গা। একটা কানা কড়িও না।

অনন্ত। কেন?

গঙ্গা। খাজনা দেবার মত অবস্থা প্রজাদের নেই।

অনন্ত। তোমারও কি ঐ মত?

গঙ্গা। আমিও এই গ্রামের লোক?

অনন্ত। বটে! নিধে—যত পাইক আছে সঙ্গে নিযে, যার ঘরে যা আছে টেনে বার করে নিয়ে আয়। [নিধিরামের প্রস্থান]

গঙ্গা। যাওয়াই সার হবে—কারও ঘবে কিছুই নেই। এক মুঠো ধান বলতে কারও ঘবে নেই। যার কিছু ছিলো—জমা হযেছে আপনারই গোলায়। তার ওপর এই অনাবৃষ্টি—এক ফোঁটা জল নেই, ঘাট—মাঠ, শুকিয়ে কাঠ হযে গ্যাছে। চাটুজ্যে-মশাই—বিদেশী—যারা আমাদের দেশ জয করে আজ প্রভুত্ব কচ্ছে, তারা আমাদের মুখের পানে চাইতে না পারে, কিন্তু আপনি—দেশের লোক হোয়ে—দেশের মুখের দিকে চাইবেন না?

ন্ত। কেন হে—কালী পুজো করছ—তোমাদের গুরুদেব পেসাদ ঠাকুর ব'লেছে, আকাশ ভেঙে জল পড়বে—ফসলে মাঠ উপ্‌ছে পড়বে—কই হোলনা জল?

[ঢাকের বাজনা শোনা গেল]

ঢাক ঢোলত খুব বাজছে দেখছি—

গঙ্গা। ভক্তের কথা কখনও মিথ্যে হয় না।

অনন্ত। থাম—থাম—ওরকম বুজ্‌রুকী আমি ঢের দেখেছি। শোন গঙ্গাধর—এই আমার শেষ কথা—কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে, আমার বাকী—খাজনা আদায় চাই—

গঙ্গা। আদায়ের কাজ আমার দ্বারা হবে না—আমি বিদায় নিতেই চাই।

অনন্ত। কী বললে?

গঙ্গা। চাকরী আর করব না।

অনন্ত। করব না বললেই তো আমি ছাড়বো না। হিসেব নিকেশ হোলে তবে ছুটি পাবে।

গঙ্গা। হিসেব—খাতাতে আছে, দেখে নেবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। গঙ্গাধর— [গঙ্গাধর ফিরিল]

গঙ্গা। বলুন—

অনন্ত। তুমি আমারই খাবে আবার আমাকেই চোখ রাঙাবে? তুমি কি মনে করেছো আমি মরে গেছি? তোমাকে এখনি জব্দ ক'রে দিতে পারি তা জানো?

গঙ্গা। বাধা দিচ্ছিনা—

অনন্ত। বড্ড বাড় বেড়েছো তুমি—

গঙ্গা। নীচু হয়ে, জুতো লাথি খাওয়া আর সইছে না।

অনন্ত। হুঁ! মাধবকে তোমার বাড়ীতে কেন জায়গা দিয়েছো? কী—চুপ করে কেন? মনে করেছো আমার চোখে ধুলো দেবে? আমারই জমীদারীতে বাস কোরে আমার বিরুদ্ধে কাজ ক'রতে ভয় হয় না?

গঙ্গা। ভরসা যাদের কাছে পাওয়া যায় না, তাদের ভয় করে আমি চলিনা। মাধবকে জায়গা দিয়েছি, আমার নিজের বাড়ীতে— সে অধিকার আমার আছে।

অনন্ত। না নেই। আমার হুকুম—এখনি মাধবকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে

গঙ্গা। হুকুম করতে পারেন—কিন্তু সে হুকুম তামিল করা না করা, আমার ইচ্ছা।

[নিধিবাম, দামু, বংশীব প্রবেশ]

অনন্ত। গঙ্গাধর! আমার মুখের ওপর লম্বা লম্বা কথা! এতদূর আস্পর্দ্ধা। এই নিধে—একে কাছারী বাড়ীতে আটক কোরে রাখ্‌গে। বাধা দেয় মারতে মারতে নিযে যাবি। তারপর সেই কানা ব্যাটাকে, পায়ে দাড়ি বেঁধে—টান্‌তে টান্‌তে. নিয়ে আসবি।

নিধি। কেন পরের জন্যে 'কষ্ট পাবেন নায়েবমশাই—তার চেয়ে—

গঙ্গা। থাক্—হুজুরের পায়ের তলায় বসে ন্যাজ নাড়তে সখ হোয়ে থাকে জন্ম জন্ম তুমি—তাই কোরো। যাদের সে সখ নেই—তাদের দলে টানবার চেষ্টা কোরনা। চাটুজ্যেমশাই মনে রাখবেন—যারা দুর্ব্বল—তারা হয়ত' মুখ বুজে আপনার অত্যাচার সহ্য ক'রবে, তার প্রতিবাদ ভয়ে হয়ত কেউ করবে না কিন্তু মা ভবানী কখনই সহ্য করবেন না।

অনন্ত। কীরে নিধে—এখনও লম্বা লম্বা কথা শুনছিস্ হারামজাদা? এই বংশে—নিয়ে যা—

বংশী। আঁজ্ঞে— [ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

গঙ্গা। ওদের সে সাহস নেই—পাঁচাটা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে পারে—কামড়াতে জানে না। চল্ আমি নিজেই যাচ্ছি।

[গঙ্গাধর অগ্রগামী হইল নিধিরাম বংশী ও দামু তাল ঠুকিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল]

অনন্ত। এইবার তোমার বাড় ভাঙ্‌চি— [প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া সন্তর্পনে প্রবেশ করিল 'কমল'। ভাল করিযা দেখিয়া দরজায় ধাক্কা দিল]

কমল। জেঠীমা—জেঠীমা— [মোক্ষদা দরজা খুলিল]

মোক্ষদা। এলি বাবা? আমি ভেবেই মরছিলাম যে তোর বাবার সামনে না পড়িস্। খিড়কী দিয়ে কখন পালিযে গেলি—বলেও গেলিনা, আমি চারদিক খুঁজে মরছি।

কমল। ওসব কথা রাখ জেঠীমা—এই নাও পেসাদ নাও।

[পাতায় মোড়া পেসাদ দিল]

মোক্ষদা। তা নিচ্ছি [পেসাদ লইযা মাথায় ঠেকাইল] এধারে কী হ'যেছে জানিস?

কমল। গঙ্গাদাকে ধরে নিযে গেছেতো? আমি ঐ পাচীলের ওপর থেকে সব দেখেছি। কিচ্ছু ভেবোনা জেঠীমা আজ রাত্রের মধ্যেই সাফ্। আর দাঁড়াবনা জেঠীমা আমার অনেক কাজ।

গয়লা পাড়ায় চারটে ছেলে, তিন্‌টে মেয়ে, দু'জন বুড়ো না খেতে পেয়ে মরে গেল। আমি আজই গোলা বাড়ীর চাবী খুলে, গোলা ভেঙে সব ধান, গাঁয়ের লোককে বিলিয়ে দোব।

মোক্ষদা। অমন কাজ করিসনে বাবা, তোর বাপ কি তাহলে তোকে বাঁচতে দেবে।

কমল। না হয় মরব। একটা প্রাণের বদলে পাঁচ'শ প্রাণী বাঁচবে জেঠীমা, পাঁচশ প্রাণী বাঁচবে। [প্রস্থানোদ্যত]

মোক্ষদা। ওরে কমল শোন্ শোন্ [কমল ফিরিল] একটু দাঁড়া বাবা আমি এলাম বলে।

[মোক্ষদা বাড়ীর ভিতর গেল]

[বিরিঞ্চির প্রবেশ]

বিরিঞ্চি। কীরে দাদু—আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, এখানে নীতি কথা সুরু করেছিস্ তো?

কমল। এক্ষুনি যাচ্ছি—তুমি আর একটু অড়ালে যাও।

বিরিঞ্চি। গা আড়াল দিয়ে আর কদ্দিন চল্‌বে মাণিক?

কমল। আবার বকতে সুরু করলে? হ্যাঁ ক'খানা গরুর-গাড়ী যোগাড় হোল?

বিরিঞ্চি। গাড়ী খান চারেক পাওয়া গেছে—গরু তুই আর আমি।

মোক্ষদা। কমল— [মোক্ষদা দরজায় শব্দ করিল]

কমল। দাদু— [ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল ও ঠেলিয়া দিল]

[মোক্ষদার প্রবেশ]

মোক্ষদা। কমল—এই হারগাছাটা আর এই বালা জোড়া নিয়ে যা বাবা। বিক্রী কোরে, যাহোক কিছু টাকা হবেতো। তাই দিয়ে গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের কিছু কিছু দিস্ [কমল লইল]

কমল। জেঠামশাই জানতে পারলে ?

মোক্ষদা। জানলেতো বয়েই গেল। এসব ওর জিনিষ নাকি—এ আমার ঠাক্‌মার দেওয়া। ছ্যাখনা—

কমল। থাক্ জেঠীমা—ও তোমার দেওয়াই হ'য়েছে। যেদিন দরকার হবে, আমি নিজে এসে চেয়ে নোব—এখন রেখে দাও [ফিরাইয়া দিল]

মোক্ষদা। একটু পুন্যি করতে দেনা বাবা। পোড়া হ'বেকেষ্টো মিন্সের ঘরে ঢুকেতো চারপো পাপ আঁচলে বেঁধে বসে আছি। একটু পুন্যি হোক্ না—

কমল। পাপ—তোমাকে কোন দিনই ছুঁতে পারবে না জেঠীমা। [প্রস্থান]

[বারোয়ারী তলায় ঢাক বাজিয়া উঠিল। মোক্ষদা কিছুক্ষণ কমলের গন্তব্য পথে চাহিয়া রহিল। মা কালীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাড়ীর ভিতর গেল]

[গীত কণ্ঠে রাধার প্রবেশ]

(গীত)

সহিতে পারিনা দারুণ যাতনা,
ছিঁড়ে গেছে মোর মরম তার।
বিভীষিকা ঘোরে প্রতি ঘরে ঘরে
অন্ন বিহনে ছোটে হাহাকার।
জননী কাঁদিছে শিশু বুকে ধোরে
শুষ্ক অধর কাঁপে থরে থরে,
যেবা যাহা পায় ছিনায়ে যে খায়
মায়া দয়া কিছু নাহিক আর।

[রামপ্রসাদের প্রবেশ]

রাধা। ঠাকুর—এখনো তুমি চুপ করে বসে থাকবে। সারা গাঁয়ে হাহাকার, এক ফোঁটা জল নেই, কারোর ঘরে একমুঠো ধান নেই, চারিদিকে যেন মৃত্যুর দাপাদাপি। এর ওপর জমীদারের অত্যাচার এযে আর চোখে দেখতে পারিনা ঠাকুর —

[নেপথ্যে শোনা গেল]

"বল হরি হরিবোল—বল হরি হরিবোল"

রাধা। উঃ আর পারিনা। ঠাকুর ঠাকুর এর কি কোন উপায় নেই? মায়ের পূজো কোরে—চোখের জল ফেলাই কি সার হবে?

প্রসাদ। এও মহামার মায়া—তাঁরই লীলা দিদি।

রাধা। এই দুঃখ দেওয়া যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে বলব এ তাঁর তাণ্ডব লীলা—জানব তিনি শুধু ধ্বংসই ক'রতে পারেন।

প্রসাদ। ছিঃ দিদি—জানোনা, আমার যে মা অসুরনাশিনী দানবদলনী, সেই মাইই আমার অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা। মায়ের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না দিদি, বিশ্বাসের রত্নসিংহাসনে, মা আমার রাজ-রাজেশ্বরী।

[অনাহার ক্লিষ্ট গ্রামবাসী, নবীন, গিরিশ, গজানন, বঙ্কু ছিদাম প্রভৃতির প্রবেশ]

নবীন। মিথ্যে কথা—মা নেই—ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে।

বঙ্কু। একশোবার। সব মিথ্যে—সব বুজরুকী—

গিরিশ। আর ভুজুঙে ভুলছি না—ও কেলে বেটীর নাম আর মুখেও আনছি না।

ছিদাম। ক্যাবল মা মা ক'রে চীচকার করবা—আমাদের মুরুখ্যু প্যায়ে ক্যাবল ধোঁকা দেবা— [ঢাকের শব্দ শোনা গেল]

নবীন। এই ঢাকের বাদ্যি বন্ধ কর্—নইলে ঢাক ফাঁসিয়ে দোব।

[অনন্ত ও তর্কতীর্থের প্রবেশ]

অনন্ত। কর্ কালী পূজো কর্। এখন চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? পেসাদ ঠাকুরকে মাথায় তুলে নাচ্। এই যে সেই ছুঁড়িটা, তোদের যে বড্ড নাচিয়েছিল। তোদের মুরুব্বি গঙ্গাধর এখন গেল কোথারে হারামজাদারা? কই হে সাধক ঠাকুর, তোমার মা কালী

ছুটে আসছে না? হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিচ্ছে না? কই বে হাবামজাদাবা—মা কালীকে আবও ডাক্—

নবীন। আর ডাকবোনা হুজুর—ঢেব ডেকেছি আব নয—

প্রসাদ। ডাকার মত হযত ডাকতে পারোনি ভাই, তাই মাযেব সাড়া পাও নি। মা আমাব চিবমঙ্গলময়ী। অমঙ্গলেব মধ্যে দিয়েই, মঙ্গল সাধন কবেন। দুঃখেব ভিতব দিযেই, জেগে ওঠে মাযেব সত্যকাব রূপ।

অনন্ত। থাম—থাম। মায়েব সত্যকাব রূপ! সব বুজরুকী—সব মিথ্যে—

প্রসাদ। মা কখনও মিথ্যে হতে পাবে না। মা তাঁব, ইষ্ট মূর্ত্তি নি'য, জীবেব মঙ্গলেব জন্যে আকুল অন্তবে ঘুবে বেড়ান। ঐ চেযে দেখুন—আমাব শ্যামা, দিক্‌বসনা, মঙ্গলময়ী জননী, পশ্চিম আকাশে, ঘন জলদ জাল বিস্তাব কোবে, তাঁর করুণাব ধাবা, ধবনীব গাযে ছড়িযে দিচ্ছেন। সন্তান—পান কব এই অমিয ধাবা—

[চাবিদিক অন্ধকাবাচ্ছন্ন হইল। মেঘেব গর্জন শোনা গেল, ধাবাপাত সুরু হইল। বিজলী বেখা দেখা যাইতে লাগিল। সকলেই জযধ্বনি কবিযা উঠিল, সর্বপ্রথমেই জযধ্বনি কবিল তর্কতীর্থ]

তর্ক। জয় মা ভবানীব জয—জয বামপ্রসাদেব জয—

[বারোযাবী তলায ঢাক বাজিযা উঠিল]

বিরাম

সাত

দৃশ্য :— রামপ্রসাদের বাটীসংলগ্ন দোচালা, কালী মূর্তি স্থাপিত। সিদ্ধেশ্বরী (সদ্যবিধবা), জামাতা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত কথা কহিতেছিল। সর্বাণী একপাশে ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল।

সিদ্ধে। কপালে যে এই ছিলো—কী করে জানব বাবা! কর্তা যে হঠাৎ দেহ রাখবেন, কেইবা জানতো! জমীদার রিষ করে জমীজমা সব নিলে কেড়ে। কর্তার শ্রাদ্ধ শান্তি সারতেও এক কাঁড়ি দেনা ঘাড়ে চাপল। এখন কী করে যে সংসার চলবে আর খেয়ে পোরে দেনাই বা কী কোরে শোধ হবে, মা কালীই জানেন।

লক্ষ্মী। আপনি কেন ভাবছেন মা। আমি যে জায়গায় প্রসাদের চাক্‌রী ঠিক করেছি, সেখানে কোন কষ্টই হবে না। বাগবাজারের দেওয়ান গোকুল মিত্তির যেম্‌নি বড়লোক, তেম্‌নি মহৎ।

সিদ্ধে। বড়লোকের কথা শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বাবা। যাদের টাকা আছে, তারা গরীবকে, কুকুর বেরালের সামিলই মনে করে।

লক্ষ্মী। না মা গোকুল মিত্তির মশাই সে জাতের বড়লোক নন্। অতি ধার্মিক। প্রসাদের সম্বন্ধে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি দু' একদিন অন্তর প্রসাদকে গিয়ে দেখে আসব।

সিদ্ধে। তাই কোরো বাবা। ও যা ছেলে, সময় মত যে একখানা করে পত্তর দেবে, তাতো মনে হয় না। আমাদের বংশে কেউ কোনদিন চাকরী করেনি বাবা, আজ প্রসাদকে আমার চাকরী নিতে হোল। আজ বিকেলই কি রওনা হোতে হবে?

লক্ষী। হ্যাঁ মা—নইলে পরশু সকালে, কাজে যোগ দেওয়া হোয়ে উঠবে না।

সিদ্ধে। আমি আর কি বলব বাবা তোমরা যা ভাল বোঝ কর। এস বাবা বাড়ীর ভেতর এসো। [উভযের প্রস্থান]

[সর্বাণী মা কালীব সামনে বসিযা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল]

সর্বাণী। মা—একি করলি? তোর ছেলেকে আজ ঘবেব বাব কোবে দিলি? যেদিন থেকে এঘবে এসেছি একটা দিনেব জন্তেও, চেথের আড়াল করিনি। আজ অভাবে পোড়ে, তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে!

[মাধরের হাত ধরিয়া পরমেশ্বরীর প্রবেশ]

পর। ঐ শোন জ্যাঠা—বাবা একলা কোলকাতায যাচ্ছে বোলে মা কাঁদছে। [সর্বাণীর কাছে আসিযা]

তুমি ভেবোনা মা, ঐ কেলে মেয়েটাই পথ দেখিযে নিযে যাবে। [মাধরের কাছে ফিরিযা] তুমি মাকে বোঝাও জ্যাঠা, আমাব ছেলে কি ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকৃতে পারে!

মাধব। সত্যি কথা বৌমা—প্রসাদ কারও নিজস্ব নয—প্রসাদ বিশ্বের।

সর্বাণী। সবই জানি—সবই বুঝি মাধবদা—কিন্তু মন যে বুঝেও বোঝেনা। সদাই ভয় হয়, বুঝিবা কোন অমঙ্গল ঘটে।

মাধব। সে ভাবনা কোরনা বৌমা। মঙ্গলময়ী মায়ের ছেলে প্রসাদ, তার কোন অমঙ্গলই হোতে পারে না। তবে ভয়? ওটাও থাকা দরকার, কারণ ভয় না থাকলে, অভয়াকে মানুষ ডাকবে কেন বৌমা। এস মামনি—আমরা যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

সবাণী। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা। আমাদের দুঃখের পথ মাড়িয়ে—আসুক বিশ্বের মঙ্গল।

[কমলের প্রবেশ—বাহিরের দিকে চাহিয়া]

কমল। আঃ এসোনা জেঠীমা—আবার দাঁড়ালে কেন?

[মোক্ষদার প্রবেশ]

মোক্ষদা। কী ব্যাদড়া ছেলেরে তুই কমল। লোকের ভাল করতেও যত-ক্ষণ—মন্দ করতেও ততক্ষণ—দ্যাখনা— [রাধার প্রবেশ]

রাধা। কি হয়েছে দিদিঠাকরুণ?

মোক্ষদা। দাঁড়ানা বাপু—একটু হাঁফ্‌টাই ছাড়ি। কী হোয়েছে শোন্‌বার জন্মে যে একেবারে হাঁ কোরে আছিস! দ্যাখনা—। বলি আমার কি পাঁচটা মুখ?

কমল। ঝগড়া করবার সময়, লোকে বলে তোমার পাচটা মুখ গজায়

মোক্ষদা। মুখে আগুন লোকের। তা তুই একটু থাম্‌বি না ক? যাক—যে জন্মে এসেছি—কাজটা ভালয় ভালয় সেরে যেতে দেরে বাপু।

কমল। সারোনা। আমিও তোমায় আলোয় আলোয় পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

মোক্ষদা। আর তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না বাছা—ঢের হোয়েছে। সারা পথটা যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে গা!

কমল। পৌঁছে দিতে হবেনা তো? তাহলে আমি চললুম, জেঠা মশাইকে বলিগে যে জেঠীমা বাক্স খুলে —

মোক্ষদা—কী হুজ্যুতে ছেলেরে তুই! বলি কাজটা সারি—তবেতো যাববে বাবা! একটু থির—হোয়ে দাঁড়ানা কমল? তা বৌমা—যে জন্যে এসেছি বলি—আমাদের পেসাদ আজ কলকাতায় যাচ্ছে—এই না শুনে, আমাদের হবেকেষ্টো মিন্‌সেতো দড়িছেঁড়া হোযে নাফিযে বেড়চ্ছে। বলে—"আমার টাকা কটা গেল"!

সবাণী। টাকা! কীসের টাকা?

মোক্ষদা। ঐ যে গো তোমার শ্বশুরের কাজে পেসাদ তিরিশটে টাকা ধাব করেছিলো। তা যাক্ হরেকেষ্টো মিন্‌সে এলে বোলো! তা এই টাকা কটা রাখত মা। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই—ঐ তোমাদেব ভজুকে দিযে টাকা কটা নাকেব ডগায ফেলে দিযো।

সর্বাণী। না না সে আমি পারব না। তা ছাড়া টাকা লেনদেন হযেছে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে—মেয়েদের ওসব কথায় না থাকাই ভাল।

মোক্ষদা। এই ত্থাখ—আহা আমার সেই ছাপাকাটা হরেকেষ্টো মিন্‌সে কি কোন ভালমন্দ বোঝে! তাই বলে আমি তার ইস্তিরি হোয়ে, সোয়ামীর ভাল দেখব না! মিন্‌সে সোজা নবকে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব?

সর্বাণী। বিপদের সময় টাকা দিয়েছেন—উশুল নেবেন বৈকি।

মোক্ষদা। বলি এক কাঁড়ি টাকা বুকে করে ওকি স্বগ্যে যাবে? ত্থাখনা —না বাছা—জানতুম তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি আছে—দয়া মায়া

আছে—এখন দেখছি সব ভূষো। ঐ পাথুরে মাগীকে ভজে, তুমিও পাথর হোয়ে গেছো।

রাধা। আপনি আমাকে দিয়ে যান দিদিঠাকরুণ, আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।

মোক্ষদা। এই যে বাছা— [রাধাকে টাকার পুঁটুলিটী দিল]

সর্বানী। রাধাদি—উনি কিন্তু বড্ড অসন্তুষ্ট হবেন।

মোক্ষদা। তা হোন্ না। আমার নরুকে হবেকেষ্টো মিনসের যাহোক একটা পর কালের কাজ হবে তো।

[কমল ইতিমধ্যে দরজার নিকট গিয়া দাড়াইল]

মোক্ষদা। নিজেতো ইহকাল পুড়িয়ে খেয়েছে—ইস্তিরি হোয়ে, নিদেন পর-কালের কাজটা করি। [কমল দ্রুত দরজার নিকট হইতে আসিয়া মোক্ষদাকে বলিল]

কমল। জেঠীমা—জেঠা আসছে বোধ হয—গলার আওয়াজ পেলুম—

মোক্ষদা। কোথারে! কোন্ দিকে? [কমল হাসিয়া উঠিল] বাব্বাঃ কী ব্যাদ্ড়া ছেলে রে তুই! এমন ভয় খাইয়ে দিস্। উঃ বুকটা ধড়ফড় কোরে উঠেছে—ত্যাখনা। আমি এখন চললাম বৌমা—[কালীকে প্রণাম]

চ—চ—চ— [প্রস্থান]

সর্বাণী। কেন তুমি টাকা নিলে রাধা দি? যাও ফিরিয়ে দিয়ে এসো—

রাধা। গোসাই ঠাকুর এলে তার হাত দিয়েই ফিরিয়ে দোব।

[প্রস্থান]

সর্বাণী। রাধাদি শোন—[প্রস্থান]

[ভজহরি ও বিদ্যাধরের প্রবেশ]

ভজ। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন—টাকা আপনার মারা যাবে না গোঁসাইজী।

বিদ্যা। বেঁচে যে আছে তাই বা বুঝতে পাচ্ছি কই? দুমাস হোয়ে গেল—একটা পয়সাও সুদ প্রসব করল না! হরে রাম—হরে রাম। পেসাদ বাড়ী নেই বুঝি? তাহলে একটু বসেই যাই—কী বল ভজুবাবু?

[বসিতে উদ্যত—রাধার প্রবেশ। বিদ্যাধরের বসা হইল না]

রাধা। আর বসতে হবে না—এই নিন আপনার টাকা। সুদ—আসল—গুনে নিন্—

[পুঁটুলী ফেলিয়া দিল]

[বিদ্যাধর রাধার মুখের দিকে চাহিয়া টাকার পুঁটুলী নাড়িয়া]

বিদ্যা। এঁ্যা—বলিস কীরে রাধামনি! বেবাক শোধ! টাকাটা তুইই দিচ্ছিস নাকি? বলি তোর কানা বাবা কিছু দাঁও মেরে গাঁয়ে ঢুকল নাকি? তাইতো বলি—পেসাদ ঝপাং করে, মাধবকে বাড়ীতে হাঁত ধোরে টেনে নিয়ে এলো কেন!

ভজ। আপনি কী সব বলছেন বলুনত'?

বিদ্যা। দুম্ম কিছুইতো বলিনি ভজুবাবু!

বিদ্যা। হরে রাম—হরে রাম—

রাধা। থামুন। টাকা নিয়ে চলে যান্—

বিদ্যা। তা যাচ্ছি। কী জান ভজুবাবু—মানে সুদটা দিলেই হোত—আসল না হয় থাক্‌তো। আহা পেসাদতো আমার পর নয়গো— [চোখ মুছিল]

ভজ। থাক মশাই—আব আত্মীযতা দেখাবেন না। দেশেব গাযে বিষ ফোড়াব মত লেগে থেকে, দেশটাকে আব কত জ্বালাবেন?

বিদ্যা। এ হে হে বড্ডই বেগে গ্যাছে দেখ্‌ছি ভজুবাবু। হবে বাম—

ভজ। থামুন মশাই থামুন—ভগবানেব নাম নিযে ছক্‌ড়া নকড়া কববেন না। আপনাব মত লোকেব মুখে হবি নাম শুনলে, হবিনামেব ওপব লোকে বিশ্বাস হাবিযে ফেল্‌বে। [প্রস্থানোদ্যত]

বিদ্যা। চল্‌লে নাকি ভজুবাবু?

ভজ। আজ্ঞে হ্যাঁ—বেশীক্ষণ থাকলে, আমি চাষা মানুষ—ঘাড়ে বাগ চাপ্‌লে হযত আপনাকে আস্ত ফিবতেই দোবনা।

বিদ্যা। না না না তবে যাও— [ভজহবিব প্রস্থান]

বাধা। আপনিও যান—

বিদ্যা। তাই যাই। [টাকা লইযা প্রস্থানোদ্যত]

বাধা। সই কবা কাগজ খানা ফিবিযে দিযে যান।

বিদ্যা। দোবো বাপু দোব। আমি পালিযে যাচ্ছি না মবে যাচ্ছি—

বাধা। ও দুটোব কোনটাই আপনাব কাছে ঘেঁসবে না। কিন্তু কাগজ খানা দিযে তবে যান—

বিদ্যা। সে তখন একদিন গিযে নিযে আসিস্—[বেগে চলিযা যাইতেছিল, বাধা সামনে যাইযা বাধা দিল]

বাধা। তা হ'লে টাকাগুলো বেখে যান—কাগজ ফিবিযে দিযে টাকা নেবেন।

বিন্দা। খুব চালাক চোস্তটী হোয়ে পড়িছিস যে'রে রাধা! হবে রাম—হবে রাম—নিজের গোঁফে আখেরটা মাটী করলিরে রাধারাণী—ইচ্ছে করলে তুই আজ—

[লাঠি হাতে মাধবের প্রবেশ]

মাধব। খবরদার মুখ সামলে কথা কইবে।

বিন্দা। আরে বাবা থাম্ থাম্—কানা মানুষ রেটকরে লাঠি ঘোরাস্‌নি। ওরে রাধা—বল তোর বাপকে—আমি চলে গেছি—

মাধব। কাগজ খানা দিয়ে তবে যাও—

বিন্দা। দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি— [ঝুলি হইতে কাগজ বাহির করিয়া] এই নে রে রাধা— [রাধা লইল]

মাধব। ঐ টাই ঠিক্‌তো রাধা?

রাধা। হ্যাঁ বাবা।

মাধব। এই বার যেতে বলে দে—

বিন্দা। আর বলতে হবেনা—আর থাকি! হরে রাম—ওঃ কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া— [প্রস্থান]

মাধব। কসাইটা গেছে রাধা?

রাধা। হ্যাঁ বাবা গ্যাছে। এস আমরা ভেতরে যাই। [প্রস্থান]

[সর্বাণীর প্রবেশ—হাতে মঙ্গল ঘট, মূর্ত্তির নিকট রাখিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল রামপ্রসাদকে]

প্রসাদ। একি সর্বাণী—মুখখানা আজ এমন ম্লান কেন? আমি কোলকাতায় যাব—তাই?

সর্বাণী। সত্যিই তাই। আমি যে কোনদিন তোমাকে ছেড়ে থাকিনি। এ অদর্শন কেমন কোরে সইবো ?

প্রসাদ। মনকে গড়ে তুলতে হবে সর্বাণী। আমার মায়ের কথা ভাব। মা যে আমার সর্বংসহা। সহ্য ক'রে ক'রে মা আমার পাষাণ হ'য়ে গ্যাছে। তাইতো আমার মাকে, লোকে বলে পাষাণী। মনকে দৃঢ় কর—সব সইতে পারবে।

সর্বাণী। [প্রণাম করিয়া] আশীর্বাদ কর, যেন সব কিছু সহ্য করবার শক্তি আমি পাই।

আট

দৃশ্যঃ। [মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্যামা মন্দির সম্মুখস্থ নাটমণ্ডপ। কবি ভারতচন্দ্র এক পার্শ্বে বসিয়া, হাতে পুঁথি। কৃষ্ণচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পদচারনা ক'রতেছিলেন। গোপাল তাঁহার পশ্চাতে তালে তালে অনুসরণ করিতেছিল। মহারাজ দাঁড়াইতেই গোপালও দাঁড়াইল]

কৃষ্ণচন্দ্র। তাইতো—গুরুদেব এখনো এলেন না কেন! সময়তো উত্তীর্ণ হোয়ে গেল। আমি যে ক্রমশঃ উতলা হয়ে পড়ছি গোপাল।

গোপাল। আজ্ঞে—সত্যি কথা বলতে কী মহারাজ, আমিও যেন কেমন একটু বেতালা হোয়েই পড়ছি।

কৃষ্ণচন্দ্র। কেন ?

গোপাল। আঁজ্ঞে—দেবতা বামুনদেব আসার কথা শুনলেই, মনটা যেন কেমন চিড় খেয়ে যায়। কারণ তাঁরা মানুষকে বেশ একটু দম দিয়েই ভক্তি গ্রহণ করেন কিনা।

কৃষ্ণ। ছিঃ গোপাল—অমন কথা বোলনা। দেবতাদের অন্তরে স্বর্গের সুষমা, কোমলতা দিযে গড়া ব্রাহ্মণের হৃদয়। তাঁদের সম্বন্ধে কোন তর্ক, আলোচনা, আমাদের সাজে না।

গোপাল। তা যা বলেছেন মহাবাজ। আলোচনা ক'রতে গেলে অনেক কিছু গলদ বেরিয়ে যেতেও পারে।

কৃষ্ণ। তুমি কি বল্‌ছো গোপাল?

গোপাল। আঁজ্ঞে ব'লতে গেলে, দেবতাদের অনেক কীর্ত্তিই ফাঁস হোয়ে যাবে। তার চেয়ে কিছু না বলাই ভাল।

কৃষ্ণ। তাঁদেব সম্বন্ধে তুমি কি জানো গোপাল?

গোপাল। কী কোরে জানবো মহাবাজ—তাঁবা যে কিছুই জান্‌তে দেন না। আর যেটুকু জানান দেন, তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই ধরুন—লোকে দুবেলা দুমুঠো খাচ্ছে—হোলো অজন্মা। ডান হাত আব মুখে উঠ্‌ল না—চোখ কপালে তুলে চীৎপাৎ হয়ে পড়ল—উঠ্‌তে আব হোল না। বেশ খট্‌খটে জমীতে মানুষ দৌড় ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে—এমন জল ঢেলে দিলেন দেবতা বাবাজীরা, ঘর-দোর, গরু-জরু বেবাক সাফ্‌। দেশে লোক গিস্‌ গিস্‌ করছে—এলো মড়ক—বেমালুম ফরসা। ভরসা আর কার ওপর করবেন? আপনারা অথচ বলবেন এহোলো দেবতাদের লীলা—

কৃষ্ণ। ছিঃ গোপাল ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, দেবতাদের সম্বন্ধে চিরদিনই

অজ্ঞ। কঠোর সাধনায় যাঁদের নাগাল পাওয়া যায় না, তাঁদের সম্বন্ধে কোন যুক্তি, কো'ন তর্কই সাজে না।

গোপাল। আজ্ঞে না—তা সাজে না মহারাজ। তাঁদের খোসামোদ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ভারত। দেবতাদের সম্বন্ধে, এ ধারণা তোমার কে করে দিয়েছে গোপাল?

গোপাল। আজ্ঞে—তাঁরা নিজেই। কোনদিন দেখেছেন কবি—এক ডাকেই দেবতারা উদয় হয়েছেন? সে পাত্তর ওঁরা নন মশাই। ঐ যে বললাম, পাকা ধড়ীবাজ ঐ দেবতাদের গুষ্টী।

কৃষ্ণ। ওসব কথা এখন থাক্ গোপাল। আমি ভাবছি, অমাবস্যা আগতপ্রায়, অথচ গুরুদেব ব'লেছেন, এবার মায়ের পূজায় তিনি স্বয়ং ব্রতী হবেন না। কে যে হবেন, সেই কথা ব'লতেই আজ তাঁর আগমন।

গোপাল। তাহ'লে আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে, থাকুন মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও—সংযম ক'রে ধৈর্য্য ধরে থাকি। তবে গুরুদেবের শুভ পদার্পণ না হলে আমরা যখন গাত্রোৎপাটন করতে পারব না—তখন নিষ্কর্মা হ'য়ে না থেকে কোন একটা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যাক না মহারাজ।

ভারত। কী কর্ম গোপাল?

গোপাল। কুকর্ম কিছুই করতে বলছিনা কবি। আপনি জানেন তো মহারাজ, কর্ম সম্বন্ধে আমি নিতান্তই অকর্মা এ বিষয়ে আপনারাই প্রস্তাব করুন।

ভারত। তাকি হয় গোপাল! তুমিই প্রস্তাব কর।

গোপাল। তা হয়না কবি। আপনারা থাকতে আমি! পদ্মে আর পানায়? তাছাড়া শাস্ত্রেই বলেছে—মহাজনং যেনং গতং সং পন্থাং—

কৃষ্ণ। দেবভাষাকে আর অপবিত্র কোবোনা গোপাল।

গোপাল। আঁজ্ঞে মহারাজ দেবতাদের গায়ে কোন কলঙ্কই লাগে না। তা যদি হোত মহারাজ—আপনাদেব ঐ কেষ্ট ঠাকুর—তাঁর সারা অঙ্গটী কলুঙ্কে যেতো। বাপ্—ছেলে একখানি—জোডা পায়ে দণ্ডবৎ বাবা। সে কথা যাক্—আপনারা হলেন দেবতা জানিত পুরুষ, আপনাদেব কাছে কর্ষণ ভাষা প্রযোগ কবা কি উচিত?

কৃষ্ণ। কর্ষণ ভাষা কি গোপাল?

গোপাল। আঁজ্ঞে কর্ষণ মানে চাষ করা—অর্থাৎ চাবাব ভাষা।

কৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ গোপাল তুমি সত্যই সুরসিক।

ভারত। গোপাল শুধু সুরসিক নয় মহারাজ—সুজন—

গোপাল। তাহ'লে আসুন কবি—তেঁতুল পাতা বিছিযে দুজনে গডাগডি দিই।

ভারত। বুঝলাম না গোপাল।

গোপাল। আঁজ্ঞে কথায় বলে—যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দুজন—

কৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ—কবি ভারতচন্দ্র, গোপাল—আপনার কাব্য-কেও হার মানিয়েছে!

ভারত। শুধু কাব্যকে নয মহারাজ—কবিকেও। হঁ্যা—আমাব একটী নিবেদন আছে মহাবাজ।

কৃষ্ণ। বলুন কবি।

ভারত। আপনি মা ভবানীর নামে একটী স্তব শুনতে চেয়েছিলেন, আমি রচনা করেছি। শুনবেন মহারাজ? [পুঁথি খুলিল]

কৃষ্ণ। নিশ্চয় শুনব কবি।

গোপাল। তার আগে আমারও একটী কামনা আছে মহারাজ।

কৃষ্ণ। বল।

গোপাল। স্তবটী নিশ্চয়ই কালী কৈবল্য দায়িনীব গুণ ব্যাখ্যাতো? আপনারা দুজনে একলা শ্রবণ করুন আমি পাতলা হই।

ভারত। সে কি গোপাল! মায়ের নাম শুনতে তোমাব ভাল লাগে না?

গোপাল। খুব ভাল লাগে—যদি পেটটা বেশ ভর্ত্তি থাকে।

ভারত। মাযের নাম কবলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকেনা পোপাল।

গোপাল। তাহ'লে আপনাদেব দল থেকে আমাকে বাদ দিন। ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ দিয়ে-ও মা কেন, মাযেব বাবারও নাম কবতে, রাজী নই। তাছাড়া অমন দাঙ্গাবাজ মেযেমানুষকে কি বেঁধে রাখা যায় মশাই? মনে করেছিলাম—দেখিনা; বেটীকে একটু খোসামোদ কোরে—যদি বরাতটা ফেরাতে পারি—তাই না ভেবে—এই দেখুন না—[ছোট ঝুলির মধ্য হইতে একটী ছোট কালী মূর্ত্তি বাহিব করিল। ঝুলিটী গোপালের কণ্ঠে ঝোলান ছিল] বেটীকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরছি। দূর—দূর—ভাল করা দূরে থাক্—সকাল থেকে দুপুব হোয়ে গেল—মুখে একখানা বাতাসা পর্যন্ত পডল না।

ভারত। গোপাল—তুমিই যথার্থ ভক্ত—মায়ের প্রিয় পুত্র—

গোপাল। আজ্ঞে—পুত্র বটী—তবে সতীন পুত্র। [প্রস্থান]

কৃষ্ণ। [হাসিয়া উঠিলেন] কই কবি—মায়ের স্তবটী শোনান।

ভারত। মহাকালের বুকের পরে।
প্রলয় নাচন নাচ্‌লে কালী
শাওন মেঘ নিবিড় কালো,
এলোকেশী মুণ্ডমালী।
রক্ত-নদীর, ঢেউযের তালে,
তাথৈঃ তাথৈঃ চরণ দোলে,
কাঁপছে হৃদয় সুরাসুরের,
প্রলয় আলোর রঙ্‌দিপালী।
রঙ্গিনী তুমি দানব দলনে।
শুভদে বরদে অভয় দায়িনে,
বাজাও সঘনে ঝণ ঝণ ঝণ।
শাণিত কৃপাণ করালী॥

[গোপাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল]

গোপাল। মহারাজ—মহারাজ—আসছেন—

কৃষ্ণ। কে গোপাল ?

গোপাল। আজ্ঞে আসছেন—ঐ যে আসছেন—

[আগমবাগীশের প্রবেশ]

আগম। মহারাজের জয় হোক—

কৃষ্ণ। [প্রণাম করিয়া] আমি যে আপনারই অপেক্ষায় আছি গুরুদেব।

[একে একে ভারতচন্দ্র ও গোপাল প্রণাম করিল। গোপাল ভয়ে ভয়ে দূর হইতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল]

আগম। শান্তিময়ী ভবানীর কৃপায়—পূর্ণ আনন্দ লাভ কর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সত্যই তুমি ভাগ্যবান, তুমি মায়ের কৃপালাভ করবে। মায়ের আদ্যাশক্তি রূপ—অচিরেই তুমি দেখতে পাবে।

কৃষ্ণ। আপনার আশীর্বাদই আমার পাথেয় গুরুদেব। কিন্তু অমাবস্যা আগত প্রায়, অথচ মাতৃপূজার কোন আয়োজনই করতে পারছি না। তবে কি মা এবার অধমের পূজা গ্রহণ করবেন না?

আগম। মা এবার সমারোহের সঙ্গেই পূজা গ্রহণ করবেন মহারাজ। যে পূজার মহিমায়, বাংলার সন্তান উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠবে দেশ—প্রীতির জাগরণ মন্ত্রে।

কৃষ্ণ। আপনার আশীর্বাদে সবই সম্ভব গুরুদেব। আমার যা কিছু সবই আপনার কৃপায়। কিন্তু গুরুদেব আগামী মাতৃপূজায়, আপনি ব্রতী হবেন না জেনে, মন বড় চঞ্চল হোয়ে উঠেছে।

আগম। সব চঞ্চলতা দূর করবেন আমার শান্তিময়ী জননী। কিন্তু এবার মাতৃপূজার অনুষ্ঠান, এখানে হবে না মহারাজ।

কৃষ্ণ। সে কি গুরুদেব! কোথায় হবে?

আগম। শ্রেষ্ঠ মাতৃভক্তের পূজার চত্বরে।

কৃষ্ণ। কে তিনি?

আগম। যে সন্তান—মধুর মাতৃনামগানে, বাঙালীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছে ভক্তির মন্দাকিনী, যার নাম গান শুনে, শান্তিময়ী মা আমার পাগলিনী, সেই মায়েরই নিজ হাতে গড়া, বাংলার শ্রেষ্ঠ মাতৃসেবকের পূজার চত্বরেই হবে, এবার মহাপূজার অনুষ্ঠান। সেই খানে যাবার জন্যই, আজ তোমাকে

নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি মহারাজ। এ মহাপূজা শুধু তোমার কল্যানেই নয়, নিপিড়ীত বাংলার নর-নারীর কল্যাণে অনুষ্ঠিত হবে, মহামায়ার সেই মহাপূজা।

নয়

দৃশ্যঃ—[দেওয়ান গোকুল মিত্রের বাসমঞ্চ। সেদিন দোল পূর্ণিমা। পুষ্পশোভিত মঞ্চে মদনমোহনের পুষ্পালঙ্কার মূর্ত্তি। নরনারী-বৃন্দ ঠাকুরের পদতলে ফাগ দিয়া চলিয়া গেল। জনৈক ভক্ত, নাম কৃষ্ণদাস গান গাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এক পাশে একটী চৌকিতে বসিয়া রামপ্রসাদ। সামনে একটী কাঠের বাক্স, খাতা, দোয়াত কলম ইত্যাদি রহিয়াছে। রামপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন]

[কৃষ্ণদাসের গীত]

তুম আয়ো আয়ো গিরধারী।
তুম বিনা রহহুঁ না যায়ে,
মন মাঙত দরশ তেঁহারী।
জনম জনম হাম,
তেরহি কারণ,
ফিরত ভট্‌কে পর্বত বন বন;
না জানু কৈসে, মিলে দরশন,
(হামে) দরশ দীজে দুখহারী॥

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান। পূজারীর প্রবেশ]

পূজারী। একি সেন মশাই! মহা কালীভক্ত আপনি! হরি নামের আওতায় বসে আছেন কী রকম?

প্রসাদ। এঁ্যা! কিছু বলছেন?

পুজারী। বলছি—কালীভক্ত আপনি—হরিনামের আওতায় আছেন কী কোরে?

প্রসাদ। ভক্তির চক্ষে—শ্যাম ও শ্যামা ভিন্ন নয়, পণ্ডিত মশাই। শ্যামের বাশী, শ্যামার অসি যে একই। [দোয়ারীর প্রবেশ]

দোয়ারী—আচ্ছা এক পাগলকে বহাল করা হোয়েছে দেখ ছি! এই ক'দিনের মধ্যেই খান চারেক জাবদা গেল গোল্লায়! শুনছেন—ও সেনমশাই—সেনমশাই—

প্রসাদ—এঁ্যা। ও—আপনি! [নমস্কার জানাইল] আমাকে কিছু বলছেন?

দোয়ারী। আবার কাকে মশাই?

প্রসাদ। বলুন কী ব'লছিলেন?

দোয়ারী—কাঙালী ভোজনের ফর্দটা দিন—খাজাঞ্চী বাবু চাইছেন।

প্রসাদ। ফর্দ!

দোয়ারী। হ্যাঁ হ্যাঁ ফর্দ—

প্রসাদ। ও—ফর্দ! তা হবে—আমার কাছেই আছে।

দোয়ারী। তা দিন—[প্রসাদ চিন্তামগ্ন] বলি দিন রাত কী ভাবেন বলুনত'?

প্রসাদ। আমার মায়ের ভাবনা—সেই আমায় আকাশ পাতাল ভাবায়।

দোয়ারী। নাঃ এ দেখছি আমাদেরও পাগল করবে! কই মশাই ফর্দ'টা দিন—

প্রসাদ। ও—ফর্দ! হ্যাঁ—এই যে—

[বাক্স খুলিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া ফর্দ বাহির করিল]

দেখুনত'—এইখানাই না?

দোয়ারী। হ্যাঁ। [কাগজখানি উলটাইয়া দেখিয়া] একি মশাই! এসব কি? গান? এতেও গান লিখে ব'সে আছেন? আপনি দেখছি নিজেও যাবেন—আমাদেরও চাকরী গয়া করাবেন। [প্রস্থানোদ্যত কিন্তু ফিরিয়া] হ্যাঁ—আখিরীর কৈফিয়ৎটা কাটা হোয়েছে?

প্রসাদ। কৈফিয়ৎ!

দোয়ারী। হ্যাঁ মশাই কৈফিয়ৎ—

প্রসাদ। কৈফিয়ৎ! কৈ না। কৈফিয়ৎ যা কিছু দেবার—ঐ কেলে বেটীই দেবে।

দোয়ারী। কেলে বেটীই দেবে! দেখা যাক্ কে কৈফিয়ৎ দেয়। আপনি একবার আসুন, খাজাঞ্চী মশাই ডাকছেন।

প্রসাদ। মা—আর কতদিন এম্‌নি কোরে, হিসেবের খাতায় মুখ দিয়ে পড়ে থাকব মা? হিসেব নিকেশ, ক'বে, মুক্ত ক'রে দে মা —মুক্ত ক'রে দে—

দোয়ারী। কই মশাই, আসুন—খাজাঞ্চী বাবু যে ডাকছেন—

প্রসাদ। ও—ডাকছেন—হ্যাঁ—চলুন। [সকলের প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে খোল করতালের

শব্দ শোনা গেল। দেবদাসী ললিতা ও তাহার সঙ্গিনীগণ মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া ফাগুয়া নৃত্য সুরু করিল। পরে কৃষ্ণসেবকগণও নৃত্যে ও গীতে যোগদান করিল]

(গীত)

আজি ফাগুন দোলে,
ঝুলন ঝোলে,
দোল্ দেরে, দেরে দোল্
নীল গোপালে।
কুহিনী তানে, লতা বিতানে
শুক সারি, গাহে আজি,
নাচের তালে।
যমুনা কিনারে
চলে অভিসারে,
ব্রজের যতেক নারী।
কুমকুম্ আবীর
সারা অঙ্গ পর
ঝুলিছে ফাগুয়া ঝারি।
বাশীর তানে,
মানা না মানে,
গোকুল চন্দ্র আজি,
যমুনা কুলে।

[গান তখনও চলিতেছে, রামপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া একমনে গান শুনিতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষ হইলে সেবক সেবিকারা চলিয়া গেল, রামপ্রসাদ নিজ স্থানে বসিয়া চিন্তায় বিভোর হইয়া গেল। কথা কহিতে কহিতে দেওয়ান গোকুল মিত্র, খাজাঞ্চী ও দোয়ারীর প্রবেশ]

খাজাঞ্চী। তাহ'লে বুঝুন দেওয়ান বাহাদুর—এঁকে দিয়ে কী কোরে কাজ চালান যায়। উনি সারাদিন কী যে ভাবেন উনিই জানেন। আখিরী সামনে অথচ খাতা সারা এখনও অর্দ্ধেকও হোল না।

গোকুল। তাহ'লে ওঁকে দিয়ে, আপনাদের চল্‌বে না—এই কথাই তো বল্‌তে চান?

খাজাঞ্চী। আঁজ্ঞে—তা হয়তো বলিনা—কিন্তু কাজ গুলোত হওয়া চাই।

গোকুল। তাতো বটেই—

দোয়ারী। তাছাড়া উনি কোন কাজই ঠিক মত করেন না। এই দেখুন না—ফর্দে গান লিখে বসে আছেন।

[ফর্দখানি খাজাঞ্চীর হাতে দিল। খাজাঞ্চী গোকুল মিত্রকে দিল]

খাজাঞ্চী। শুধু ফর্দে নয় দেওয়ান বাহাদুর, দরকারী হিসেব পত্তরের খাতাতেও, গান লিখে বসে আছেন। কই হে চক্কোবর্ত্তী—খাতাটা দেওয়ান বাহাদুরকে এনে দেখাও না।

দোয়ারী। আঁজ্ঞে এই যে যাই। [প্রস্থান]

গোকুল। রামপ্রসাদ—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার কিছু প্রতিবাদ করবার আছে?

প্রসাদ। প্রতিবাদ! মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদ কোন দিন করিনি। বাদ বিসম্বাদ যা কিছু সবই আমার ঐ মায়ের সঙ্গে।

গোকুল। আচ্ছা রামপ্রসাদ—তুমি যে মা—মা—কর, মাকে কখনও দেখেছো? মা তোমার কাছে কখনও এসে দাঁড়িয়েছেন?

প্রসাদ। সে বেটী আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। বুকভরা স্নেহ নিয়ে, বেটা আমার কায়ার পিছনে ছায়ার মতই ঘোরে। ঐ যে, ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি নিয়ে মা আমার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে—

গোকুল। কী বলছো রামপ্রসাদ! কোথায় তোমার মা? চোখের সামনে আমিতো দেখছি, আমার আরাধ্য দেবতা—বৈষ্ণবের ঠাকুর মদন মোহনকে—

[কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই এক অপূর্ব্ব আলোক দীপ্তিতে রাসমঞ্চ হইল উদ্ভাসিত। পরক্ষণেই দেখা গেল—শ্যাম হইয়াছে শ্যামা]

গোকুল। একি! মা! মা! [প্রণাম করিল]

প্রসাদ—ধন্য আমি, ধন্য আমার গৃহ, ধন্য আমার দেশ। তোমার কৃপায় আজ আমার মাতৃদর্শন হোল। বাংলার সাধক—বাঙালীর অমূল্য রত্ন তুমি। তোমাকে আমি প্রণাম করি।

[দোয়ারীর খাতা লইয়া প্রবেশ]

দোয়ারী। এই দেখুন হুজুর—খাতার পাতায় পাতায় গান লেখা। খাতা খানাকে এ্যাকেবারে বাতিল ক'রে দিতে হবে।

[গোকুল মিত্র খাতা লইয়া]

গোকুল। মূর্খ তুমি। এ খাতা কখনও বাতিল হ'তে পারে না। এর স্থান আমার মস্তকে। [মস্তকে স্পর্শ করাইলেন]
আমার বংশ পরম্পরায়, এই খাতার নিত্য পূজা যাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই আমি করে যাব। সাধক রামপ্রসাদ, তোমাকে আমার দেবার কিছুই নেই; কিছু দিয়ে তোমাকে ছোট করবার স্পর্দ্ধাও আমি করি না। মায়ের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সাধন পথের শ্রেষ্ঠ পথিক ক'রে তোলেন।

[খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানি গান ভক্তি ভরে পাঠ করিতে লাগিলেন]

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব জমীন্ রইলো পতিত
আবাদ ক'রলে ফল্‌তো সোনা"

আহাহা—রামপ্রসাদ, তোমাকে স্ববৃত্তিতে আর আবদ্ধ কোরে রাখতে চাই না। যাও সাধক, সংসার চিন্তায় আকুল না হোয়ে, তোমার চির বাঞ্ছিত সাধন কার্য্যে মন দাও। আজ থেকে তোমার সংসার প্রতিপালনের ভার আমিই নিলাম।

[রাম প্রসাদ তখনও ভাবে বিভোর। হঠাৎ গাহিয়া উঠিল]

(গীত)

"এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব,
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি,
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজি;
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি।

—বিরাম—

দশ

[অনন্ত চাটুজ্যে ও বিদ্যাধর গোঁসাইএর বাটীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথ—জলপ্লাবিত। জলের বেগ তখনও প্রবল। তখনও মেঘ গর্জ্জন ও ধারাপাত বন্ধ হয় নাই। বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কাইতেছে। অনন্তব ও বিদ্যাধরের বাটীর প্রায় একতলা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। পথিপার্শ্বে একটী কুঁড়ে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে! কুটীর-বাসিনী যশোদা ও তাহার শিশু কন্যা "খুকী" একটী মাচাব উপর আশ্রয় লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। দূরে একটী গাছের উপর নিধিরামকেও দেখা গেল। চারিদিকেই "গেল গেল" শব্দ।

যশোদা। ওরে খুকী—খুকীরে—একবার চোখ চেয়ে ছাখ্ মা! খুকীরে—

[অনন্তকে দোতলার জানালায় দেখা গেল। রুগ্নদেহ, রুক্ষ কেশ—মুখে হতাশার চিহ্ন]

অনন্ত। যাক্ শেষ হ'য়ে গেল। ওটা ম'রে বেঁচেছে। আর আমি? না—না মরতে আমি পারব না—আমাকে বাঁচতেই হবে—

[গাছের উপর হইতে নিধিরাম সাড়া দিল]

নিধি। আর বেঁচে সুখ নেই হুজুর। বন্যায় গ্রামও ভাসল—সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের কপালও ভাঙ্ল।

অনন্ত। কে? নিধিরাম?

নিধি। আর নিধিরাম! কোন রকমে রাম রাম ক'রে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাতে পারলে—তবেই বুঝি—বাপের পুণ্যি—

অনন্ত। নিধে—কোন রকমে আমাকে বাঁচা। অনেক টাকা বখ্‌সিস্ দোব—অনেক টাকা—

নিধি। আর টাকা—নিজেই এখন গাছসই। নামলেই টুপ্—পরোপকার এখন শিকেয় তোলা রইল—

অনন্ত। কী বল্লি হারামজাদ্?

নিধি। আর জমীদারী আওয়াজ কেন? ঐ বোধ হয়, নৌকো ভাসিয়ে নবাবের লোক এই দিকেই আসছে। যান—গুজরৎ নৌকোয়—একেবারে খাস মুর্শিদাবাদ। কমসে কম এককুড়ি নালিশ— [নিধিরাম গাছ হইতে নামিতেছিল]

অনন্ত। ওরে নিধে যাস্‌নে—তোকে অনুরোধ করছি—হাত জোড় কোরে অনুরোধ করছি—আমাকে বাঁচা—নিধে—

নিধি। কেন পেছু ডাক্‌ছেন মশাই? [গাছ হইতে নামিয়া সাঁতরাইয়া চলিয়া গেল]

অনন্ত। যা—যা—সবাই চলে যা। আমি একাই থাকব। কমল—সেটাও গ্যাছে—ভেসে গ্যাছে। ওঃ আর পারিনা—আর পারি না—

[অনন্ত আর দাঁড়াইতে না পারিয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল]

খুকী। মা—মা—

যশোদা। খুকী! বেঁচে আছিস? ওগো—কেউ আমাদের উদ্ধার করনাগো—

[এমন সময়ে মোক্ষদাকে ছাদে দেখা গেল]

যশোদা। দিদিঠাক্‌রুণ ও দিদিঠাক্‌রুণ—

[মোক্ষদা সেই দিকে আসিল]

মোক্ষদা। কে রে?

যশোদা। আমি দিদি ঠাক্‌রুণ।

মোক্ষদা। কে—যশোদা?

যশোদা। আমাদের কোন রকমে বাঁচাও না দিদিঠাক্‌রুণ। আমাকে না বাঁচাও এই কচি মেয়েটাকে—

মোক্ষদা। এই ন্যাখ্ দেখি—কী মুস্কিলেই ফেল্‌লি। আমি মেয়ে মানুষ, এই জল ভেঙ্গে কেমন কোরে মাচায় যাই বল দেখি? হে মা কালী—এদের উদ্ধার কোরে দে মা—উদ্ধার কোরে দে—

[ঠিক সেই সময়ে সাঁতার দিয়া কমল আসিল]

কমল। ভয় নেই জেঠীমা—আমি এসে পড়েছি। যশোদা মাসি—কোন রকমে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দাও—আমি ধ'রে নোব।

[মাচার নিকটে আসিল]

মোক্ষদা। নারে কমল—অমন কাজ করিস না—তুইও যাবি—মেয়েটাও বাঁচবে না— [এমন সময় আবার বন্যার ঢেউ আসিল]

মোক্ষদা। ওরে কমল শিগ্‌গির মাচায় উঠে পড়্—জলের ঢেউ আস্‌ছে —উঠে পড্—উঠে পড়্—

কমল। ভয় নেই জেঠীমা—আমি ঠিক আছি।

[অনন্তকে আবার দেখা গেল]

অনন্ত। কে? কমল? হ্যাঁ ঐ তো—কমল—কমল—

মোক্ষদা। ওরে কনল—

যশোদা। কমলরে—

[বন্যাব ঢেউ কমলকে ডুবাইয়া দিল]

অনন্ত। যাঃ—ভেসে গেল—কমল ভেসে গেল—কমল—

[অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল]

[পরক্ষণেই বিরিঞ্চি কমলকে লইয়া ভাসিয়া উঠিল]

বিরিঞ্চি। নাঃ—তুইও মরবি—আমাকেও মারবি।

কমল। দাদু—তুমি?

বিরিঞ্চি। হ্যাঁ মশাই—আমি ছাড়া—তোমার আর কে চোদ্দপুরুষের কুটুম আছে?

কমল। দাদু—আমার বাবা—বাবাকে ফেলে—

বিরিঞ্চি। যাবে না? একা রামে রক্ষে নেই—সুগ্রীব দোসর। আবার বাবাটীকেও চাই। এক কাজ কর্—ঐ গাছটায় ওঠ্—আমি দেখি কী করতে পারি—

[কমল গাছের উপর উঠিল]

যশোদা। ঠাকুর—আমাদের কী হবে ?

বিরিঞ্চি। ভয় সেঁই কাঁধে চড়বে।

[একটু পরেই দেখা গেল ; বিরিঞ্চি অনন্তকে ধরিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। ছাদের কোনে মোক্ষদাও বোধ করি ভয়ে ভাবনায় বিহ্বল হইয়া জোড়করে মা ভবানীকেই একমনে ডাকিতেছিল]

—বিরাম—

এগারো

[পথ]

*[নবহবি ভট্‌চাজ ও তাহাব কন্যা মুক্ত গ্রাম হইতে পলাইয়া গিয়াছিল আজ ফিরিযাছে। নরহরির হাতে একটী লাঠি ও ভাঙ্গা ছাতা। মুক্তব হাতে একটী ছোট পঁুটুলি। ভজহরির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল সঙ্গে মাধব]

নর। কী বলছ হে ভজু—আমি কি একাই পালিয়ে গেছ্‌লাম ? আর কেউ পালায়নি ? ঐ দুর্দ্ধর্ষ জমীদারের কোপে পড়লে কি

---

* অভিনয় কালে প্রয়োজন হইলে এই দৃশ্যের কিয়দংশ বর্জন করিতে পারা যায়।

রক্ষে থাকত ? তা ছাড়া সোমথ্য মেয়ে নিয়ে যদি বিপাকে পড়তাম, তখন লোকে বড় জোর একটু আহাহা করত—ব্যস—

ভজ। কী করত না করত—থেকেতো দেখেন নি। তবে এত চটছেন কেন ?

নর। চটবনা! তুমি আসতে আসতে বললে কিনা গাঁয়ের লোক এককাট্টা হোয়ে দাঁড়ালে জমীদারের সাধ্যি কি ঐ রকম অত্যাচার ক'রত—

ভজ। সে কথাতো এখনো বলছি—

মাধব। আর বোলনা ভজু। উনি যখন বুঝবেন না—কেন আর বৃথা চেষ্টা করছ। ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছলেন এখন নির্ভয়ে ফিরে এলেন, তবে দুঃখের বিষয় এই, যে ভিটেটুকু ছেড়ে গেছলেন ফিরে আর পেলেন না। থাকলে হয়ত রক্ষে পেতো।

নর। রক্ষে পেতো ? প্রাণটাও যেতো—বুঝেছো হে। তাছাড়া এই সোমথ্য মেয়ে—বলি তুমিওতো শুনলাম চম্পট দিয়েছিলে।

মাধব। চম্পট দিইনি ভটচাজ্যি মশাই। লম্পট জমীদারের জঘন্য বৃত্তির ওপর ঘৃণায়, নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নায়েব মশাই যখন বুঝিয়ে দিলেন যে অভিমান করে একে একে গ্রাম থেকে স'রে গেলে, গ্রামে যারা আছে তাদের ওপর অত্যাচারীদের তাণ্ডবলীলা বাড়বে বৈ কমবে না। তখন আমি কানা মানুষ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমার

হয়ত ছিনু না—কিন্তু মরবার জন্যেও আমি ফিরে এসেছি। ভট্টচাজ্যি মশাই—ক্ষতি আমারও বড় কম হয়নি। জমীদার আমারও ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে—তার জন্য দুঃখ আমি আর করিনা, কারণ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি না দিলে বিরাট একটা কিছু পাওয়া যায় না।

নর। ওহে মাধব, এই গোল গোল কথাগুলো ব'লতে বেশ লাগে —কাজের বেলা ধোপে টেঁকেনা।

মাধব। তার কারণ—নিজেদের ওপর আস্থা, আমাদের একটুও নেই, তাই দুরবস্থাও আমাদের অনেক। দেশে লোকের অভাব নেই, কিন্তু নিজের জীবনকে দৃষ্টান্ত ক'রে তোলবার মত লোকের বড় অভাব—তাই আমাদের এত দুর্গতি। অত্যাচারের ভয়ে, গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে একবার ভেবেও দেখলেন না, যারা রইলো তাদের কী হবে?

নর। কী না হয়েছে? কত ঘর জ্বলছে—কত মেয়ের ইজ্যৎ গ্যাছে —কত লোকের মাথার খুলি উড়েছে, হয়নি আবার কি?

মাধব। যাতে সেটা বন্ধ হয—তার চেষ্টা করা কি উচিত ছিল না?

নর। বলি আমি ছাড়া গাঁয়ে তো ঢের লোক ছিল হে।

ভজ। যা কিছু করবার তারাই তো কোরেছে।

মাধব। ভট্টচাজ্যি মশাই, একতা, নিষ্ঠা, আর সাধনা অসম্ভবকেও সম্ভব কোরে তোলে তার প্রমাণ আমরা। আজ আমরা এইটুকুই বুঝেছি—যাদের কেউ নেই তাদের মা ভবানী আছেন। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করলে—তিনিই ছাখেন। এই মন্ত্রই আজ আমরা প্রসাদের কাছে পেয়েছি।

নর। তাতো পাবেই—আমি কতদিন আগেই বলেছি—প্রসাদ একটা হেজীবেজী লোক নয়—ওর ভেতর বস্তু আছে। ওহে মাধব, গাঁ থেকে স'রে গেলেও সব খবর রাখি। তা যাক্ এখন ত ফিরে এলাম—আর কোন ভয় টয় নেইতো?

মাধব। ভয় থাকলেও—ভরসা ক'রে বাস করতে হবে। মা ভবানী কাপুরুষদের সহায় হন না।

নর। তাইতো হে তুমি যে ভাবিয়ে তুললে! নাঃ জীবনটা দেখছি দুর্বিষহ হ'য়েই উঠল। এ'রকম ভয়ে ভযে কি বেঁচে থাকা যায়?

[রাধার প্রবেশ ও গীত]

ভয় যদি হয় প্রাণ সঁপে দাও
অভয়ারি চবণ তলে।
শমন দমন নাম যে শ্যামাব
ডাকবে মন কালী বলে।
(তুমি) ভবের মাঝে ঘুরে ঘুবে,
হবে মিছে ভব ঘুরে;
ভবানীর নাওগো শবণ,
স্মরণ কর সময়কালে।

রাধা। ভট্টচাজ্যি মশাই ভয়টা কিসের, মায়ের চবণে শরণ নিন্ -মাকে ডাকুন তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

নর। করে দিলেতো বাঁচি। না আছে থাকবার জাযগা—না আছে দানাপানির সংস্থান। তা ছাড়া এই সোমথ্য মেয়ে—আমার গোদের ওপর বিষ ফোড়া।

ভজ। সংস্থান—মাইই ক'রে দেবেন—আসুন আমাদের সঙ্গে ভটচাজ্যি মশাই।

নর। তাই চল—আযনারে মুক্ত—মা কালী বলে এখন ঝুলেতো পড়ি। [সকলেব প্রস্থান মাধব দাঁড়াইযা রহিল]

[গঙ্গাধরের প্রবেশ]

গঙ্গা। মাধব—তুমি এখানে দাঁড়িযে ? একি ! তোমাব চোখে জল ?

মাধব। শুধু আমার চোখে জল নয রায মশাই—আজ বাংলার সবারই চোখে জল—বুকে জ্বালা। মা ভবানী, এ জ্বালার অবসান কবে হবে মা—কবে হবে ?

[ছিন্নবসন পবিহিত, রুক্ষকেশ, বোগগ্রস্থ অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। জ্বালা ! কী জ্বালায তুমি জ্বলছ ? আমাব চেয়েও কি তোমাব বেশী জ্বালা ?

গঙ্গা। একি ! চাটুজ্যে মশাই ! হুজুর ?

অনন্ত। হুজুব নই—কুকুব—রাস্তার থেযো কুকুব। তোমরা দু'জনেই আছ - খুব ভাল হযেছে—আমাকে শাস্তি দাও। মাধব—ঐ দূবে শ্মশান - চিতা জ্বল্‌ছে ! একখানা জ্বলন্ত কাঠ এনে আমার সর্বাঙ্গ পুড়িযে দাও।

মাধব। অনুতাপের আগুনে যাবা পোড়ে, কাঠেব আগুন তাদের কিছুই করতে পারে না।

গঙ্গা। মানুষ—মানুষকে শাস্তি দিতে পাবে না। শাস্তিই বলুন, আর শাস্তিই বলুন, সব কিছু দেবার মালিক, মা ভবানী।

অনন্ত। তাঁর শাস্তি, কড়ায় গণ্ডায পেযেছি। অনেকের অনেক কিছু

কেড়ে নিয়েছিলাম, আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে বাংলার নবাব। উঃ পুড়ে গেল—পুড়ে গেল—

গঙ্গা। চাটুজ্যে মশাই—

অনন্ত। গঙ্গাধর—তুমি আমাকে শাস্তি দেবেনা ?

গঙ্গা। না। দুঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হোযে গ্যাছে, তাকে শাস্তি দেওয়া চলে না।

অনন্ত। দুঃখ? কীসের দুঃখ ? আনন্দ—গঙ্গাধর—আনন্দ। কেউ আমার নেই—আমিও কারও নই। একটা বন্ধন ছিল—কমল। সেটাও মরেছে। বন্যা এলো—ভাসিয়ে নিযে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি। মাধব - তুমিও আমাকে শাস্তি দেবেনা ?

মাধব। না হুজুর ক্ষমাই মানুষের ধর্ম।

গঙ্গা। চাটুজ্যে মশাই—এরকম কোরে ঘুরে বেড়ালে শান্তি কোন দিনই পাবেন না। আসুন আমাদের সঙ্গে, মা ভবানীর চরণে আত্মসমর্পণ করুন। শান্তিময়ীর আশীর্বাদে আপনার সব দুঃখ —সব জ্বালা দূর হযে যাবে।

অনন্ত। না-না আমি কোথাও যাব না। অনেককে ঘর ছাড়া ক'রেছি —তারা, এমনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমাকেও ঘুরে বেড়াতে হবে—আমাকেও কাঁদতে হবে।

[প্রস্থান]

মাধব। মা ভবানী—যারা পাপী—লোকে তাদের ঘৃণা করবে, তুমি তাদের কোলে তুলে নাও মা।

(গীত)

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্‌না ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বলছি মাগো
যেতে দেমা জয় কালী বোলে॥
কাদতে ভবে পাঠিযে ছিলি
কেঁদে কালী হলাম কালী
ইহকালের সাধ মিটেছে,
(ওমা) রাখিস পাযে পরকালে।

[গঙ্গাধর ও মাধবের প্রস্থান]

[আগমবাগীশ ও ভারতচন্দ্রের প্রবেশ]

আগম। সংসার পরিবর্ত্তনশীল কবি। এ পরিবর্ত্তনকে রোধ ক'রতে কেউ পারে না। আড়াল থেকেতো দেখলে অত্যাচারী জমীদার অনন্ত চাটুজ্যের কী ভীষণ পরিণতি!

ভারত। পাপের শাস্তি, লোকটা হাতে হাতেই পেলে। কিন্তু গুরুদেব, আমি যে সাধক রামপ্রসাদকে দেখবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হোয়ে পড়েছি।

আগম। এই খানেই দেখা হবে বৎস। চল আমরা এখন মন্দিরে যাই—

ভারত। আপনি চলুন গুরুদেব—আমি গোপালের জন্য একটু অপেক্ষা করি। আমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে হয়তো—

আগম। বিপথে যাবার পাত্র গোপাল নয় বৎস। আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর—আমি ঐ মন্দিরে রইলাম। [প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া গোপালের প্রবেশ গলায় একটী কালীর বোতল ঝুলিতেছিল। বোতলের গায়ে সিঁদুর ও গলায় জবার মালা]

ভারত। এস গোপাল, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। একি ! তোমার গলায় কী ঝুলছে গোপাল ?

গোপাল। আজ্ঞে কালীকে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি।

ভারত। তার মানে ?

গোপাল। মানে অতি সরল। মা কালী শুনেছি পাষাণী। খুবই স্বাভাবিক। ছোরা-ছুরি নিয়ে যারা ঘোরা ফেরা করে, তাদের হৃদয় পাষাণ হবেই। কাজেই পাষাণে মাথা ঠোকা আমার দ্বারা হবে না। অথচ সাধকের দেশে এসেছি—কালী ভজতেই হবে—তাই তরল কালী কণ্ঠে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছি।

ভারত। হাঃ হাঃ হাঃ—গোপাল, সত্যই তুমি রসসাগর।

গোপাল। সাগর বটে—ঢেউ নেই।

ভারত। কে বললে নেই ? তোমার অন্তরে রসের ঢেউ—সারাক্ষণই বোয়ে চলেছে। আনন্দময় পুরুষ তুমি।

গোপাল। পুরুষ—একশোবার—তবে কাপুরুষ--

ভারত। কেন ?

গোপালে। কোন অভিযানই জীবনে ক'রতে পারলাম না।

ভারত। তার জন্য অভিমান করবার প্রয়োজন নেই গোপাল। তোমার রসের অভিযান—বাঙালীর অন্তরে, চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

গোপাল। তা থাকুক—কিন্তু সাধক ঠাকুরের বাড়ী কখন যাওয়া হবে কবি ?

সেখানে ডান হাতের ব্যবস্থা হবেতো—না একাদশীর—নিরম্বু উপবাস ?

ভারত। আহারের জন্য এত আকুল হও কেন গোপাল ?

গোপাল। আঁজ্ঞে ওটা বাংলার নিজস্ব জিনিস। শ্রীমুখ—আর শ্রীপেটই বাঙালীর সর্বস্ব। ওরে বাবা—এক জোড়া মা কালীর জাত এদিকে আসছে। কবি আর এখানে নয়—আসুন—আসুন—বেগে প্রস্থান করি— [বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রস্থান]

ভারত। কী হোল গোপাল, শোন—শোন— [প্রস্থান]

[গঙ্গাস্নান করিয়া রাধা ও সর্বাণীর প্রবেশ। রাধার কক্ষে কলসী]

সর্বাণী। চাটুজ্যে মশাইকে আমি চিনতেই পারিনি রাধাদি ওঁর এই অবস্থা হ'যেছে ?

রাধা। জাল জুচ্চুরির ওপর দিযেহ যারা জীবনটাকে গ'ড়ে তোলে তাদের ঐ রকমই সাজা পেতে হয। মানুষের দরবারে তাদের বিচার না হোলেও—ভগবানের কাছে রেহাই কোন দিনই পাযনা।

সর্বাণী। আচ্ছা বাধাদি—কমলেব কোন খবর পেযেছো ? বন্যার সময়, সে নাকি কাকে বাচাতে গিয়ে, ভেসে চলে গ্যাছে। তার জন্যে প্রাণটা দিন রাত হু হু করে রাধাদি।

রাধা। সে কোথাও ভেসে যাযনি বৌদি। মা তাকে নিজে বুকে কোরে আগ্‌লে নিয়ে বসে আছেন। অভয় পদে যে প্রাণ সঁপ্‌তে পারে, তার কাছে কি শমন এগোয় বৌদি। [উভয়ের প্রস্থান]

[ভজহরি ও তর্কতীর্থের প্রবেশ]

ভজ। পাপকে ঘৃণা করা উচিত—পাপীকে নয় পণ্ডিত মশাই। তাইতো, চাটুজ্যে মশায়ের জন্যে আজ বড় দুঃখ্যু হয়।

তর্ক। ভগবানের দেওয়া সাজা, তার বিরুদ্ধে মানুষের হাত দেওয়া উচিত নয় ভজু। অনন্ত চাটুজ্যে মহাপাপী, তার জন্য দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

ভজ। ওটা হয়ত আপনাদের শাস্ত্রের কথা পণ্ডিত মশাই। আমি মুখ্যু চাষা, শাস্ত্র কোনদিন পড়িনি, তবে এইটুকু জানি, মানুষের মনই ভগবান,—নির্বিচারে মানুষের কল্যাণ কামনা করাই—ভগবানের ইঙ্গিত। সব মানুষই মায়ের ছেলে। তাঁর ছেলেদের মধ্যে সৎ—অসৎ দুইই আছে। অসৎকে সৎ করে তোলাই মানুষের ধর্ম—পাপীকে আশ্রয় দেওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য। মা ভাবানীর আর এক নাম মহাপাপনিবারিণী—জানেন না পণ্ডিত মশাই ?

তর্ক। ভজু—কে বলে তুমি মূর্খ—তুমি মহাপণ্ডিত।—মর্খ আমি। তুমি আজ আমাকে দিব্য জ্ঞান দিলে।

ভজ। না—না পণ্ডিত মশাই—আমি মুখ্যু চাষা।

[উভয়ের প্রস্থান]

[বিরিঞ্চি ও কমলের প্রবেশ]

বিরিঞ্চি। আর ন্যাওটাপনা কেন ? এইবার সঙ্গ ছাড়না। এখনত' বেশ চালাক চতুরটী হয়েছো। এইবার রেহাই দাওনা।

কমল। রেহাই দেবার মালিক কি আমি দাদু ? আসল মালিক হ'চ্ছেন—মা ভবানী।

বিরিঞ্চি। আহাহা কী কথাই বললে! সে বেটী—কি কম ধড়িবাজ! পাছে কিছু চেয়ে বসি, সেই ভয়ে আজ পর্য্যন্ত দেখাটী দিলেনা। দূর—দূর—সেই জন্যে ও বেটীর নাম পর্য্যন্ত করিনা।

কমল। সে কি দাদু! রাত দুপুরে উঠে—মায়ের ছবি সাম্‌নে রেখে, মা মা করে কাঁদ না?

বিরিঞ্চি। সে হোল বেটীকে ভুড়কী দেওয়া।—ঘুম হয়না—একটা কাজ চাইতো। তা যাক্—এখন কোথা যাবি বল্ দেখি?

কমল। বাবার জন্যে মনটা কেমন করছে দাদু। শুনলাম বাবা এই গঙ্গার ধারেই আছেন। তাই মনে করছি—একটু খুঁজে দেখি। তারপর প্রসাদদার বাড়ী উঠব।

বিরিঞ্চি। তাই উঠো। আমিও তাহ'লে অগস্ত্যযাত্রা করি। বাব্বাঃ এতদিনে কাঁধ হাল্‌কা হোল। এসো কোলাকুলি কোরে, বিদায়ের পর্ব্বটা সেরে নিই।

কমল। তুমি কোথা যাবে দাদু?

বিরিঞ্চি। দেখি—ধড়ীবাজ বেটী কোথায় নিয়ে যায়।

কমল। [বিরিঞ্চিকে জড়াইয়া ধরিয়া] সে হবেনা দাদু—তোমাকে ছেড়ে দিতে আমি পারব না

বিরিঞ্চি। বটে! যখন যম আমাকে ধরবে, তখন কি করবি রে? সেদিনও কি ধরে রাখতে পারবি?

কমল। যম তোমাকে ধরবে না দাদু।

বিরিঞ্চি। কেন বল দেখি? আমি কি যমেরও অরুচি?

কমল। অরুচি নয় দাদু—যম তোমাকে ভয় করে। [অনন্তর প্রবেশ—বিরিঞ্চি একটু আড়ালে দাঁড়াইল]

অনন্ত। কে ? কে তুই ? কমল ? তুই বেঁচে আছিস্ ? মরিসনি এখনও ? আমিও মরিনি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

কমল। বাবা— [অগ্রসর]

অনন্ত। [পিছাইয়া] ছুঁস্নি—ছুঁস্নি আমাকে ! এই ত্থাখ্—সারা গায়ে পাপের ছাপ। তোরও ছোঁয়াচ্ লাগবে। সরে যা—সরে যা—

কমল। বাবা—

অনন্ত। এখনও আমাকে বাবা বলে ডাকছিস ! না—না আমি তোব বাবা নই। শক্র—শক্র। না—না—কমল—ওরে একটিবার কাছে আয়—[ধরিয়া] আর তোকে কিছু বলব না—

বিরিঞ্চি। বলবার কি আর মুখ রেখেছো বাবা। মুখ খানিকে যে দগ্ধ করে বসে আছ।

অনন্ত। [চমকিত ও ভীত হইয়া] কে ? কে তুমি ?

বিরিঞ্চি। পরিচয়ে আর কী হবে বাবা ?

অনন্ত। চিনেছি চিনেছি তুমি কাকা—কিন্তু তোমাকে যে আমি—!

বিরিঞ্চি। জতুগৃহদাহ করেছিলে ?

অনন্ত। হ্যাঁ—

বিরিঞ্চি। বাবা—রাখে কেষ্ট মারে কে ! ঘর পুড়ল মানুষটা বেঁচে গেল।

অনন্ত। কাকা—তোমার পায়ে পড়ি—বলে দাও এখন আমি কী করব ?

বিরিঞ্চি। কী আর করবে—বেটাটীর মত তুমিও কাঁধে ভর কর।

কমল। দাদু—

বিরিঞ্চি। আবার কেন—বাপ ব্যাটাযতো বেশ ভাল করেই জড়ালে। না: ধড়ীবাজ বেটীই যত নষ্টের গোড়া।

অনন্ত। কাকা আমি যে তোমার সর্বনাশ করেছি—তোমাকে ঠকিয়ে—

বিরিঞ্চি। দিব্য করেছিলে বাবা। নইলে তুমিও ফিরতে না—আমি তোমাকে ফিরে পেতাম না।

অনন্ত। কাকা কোথায় আমি যাব? যাবার সব জায়গা যে আমি খুইয়ে বসে আছি।

[রামপ্রসাদের প্রবেশ]

প্রসাদ। যার কোথাও স্থান নেই—মায়ের চরণে তার স্থান হবেই চাটুজ্যে মশাই।

অনন্ত। প্রসাদ তুমি। তুমি আমাকে স্থান দেবে?

প্রসাদ। স্থান দেবার ক্ষমতা আমার নেই চাটুজ্যে মশাই, আমি শুধু কেলে বেটীর হুকুম তামিল করেই বেড়াই।

অনন্ত। প্রসাদ, তুমি মানুষ নও দেব্‌তা—আর আমি মহাপাপী।

প্রসাদ। ভয় কি চাটুজ্যে মশাই। আমার মা যে মহাপাপ-নিবারিনী। মাকে ডাকুন, সব পাপ সেই বেটীই দূর কোরে দেবে। মা বোলে কেঁদে পড়লে—বেটী নিজেই কেঁদে মরবে।

অনন্ত। মাকে ডাকব?—মা দয়া করবেন? মা ভবানী—আমাকে দয়া কর মা—দয়া কর—

প্রসাদ। আসুন চাটুজ্যে মশাই—ঐ কেলে বেটী যেমন ঘর ছাড়া

কোরেছে, আমিও আজ জোর করে ঐ বেটীরই ঘর ভর্ত্তি করব। দেখি ছেলেকে ফেলে ও কোথায় যায়—

(গীত)

হব মা তোব কোলেব ছেলে।
তুমি যাবে কোথায়,
আমায় ফেলে॥
বড় ছেলে কতই বলে মা
কতই চলে আপন বলে,
আব কোলেব ছেলে
কোলে বসে মা
ডাকে কেবল মা মা বোলে।

[সকলেই প্রস্থানোদ্যত—এমন সময় সিবাজদ্দৌলাব প্রবেশ]

সিরাজ। দাঁড়াও—

বিরিঞ্চি। একি! নবাব বাহাদুব! [অভিবাদন করিল]

সিরাজ। মুর্শিদাবাদ থেকে ক'লকাতা যাচ্ছিলাম, বজবা থেকে শুনলাম মধুর সংগীত, স্থির থাকতে পাবলাম না—বজরা ভেড়াতে বললাম। সুরেব পাছু পাছু এলাম সংগীত শোনবাব জন্য।

প্রসাদ। নবাব বাহাদুরকে সংগীত শোনাবাব মত কণ্ঠ আমাব নেই। প্রাণের আবেগে আমি গান করি, শোনে শুধু আমার মা।

সিরাজ। পথিক—আমার অন্তরের ক্ষুধাকে ব্যথিত কোরনা। শোনাও তোমার সংগীত। এমন সংগীত, আমি কোনদিন শুনিনি। সংগীতে যে এত মাদকতা, এত উন্মাদনা আনতে পারে, ধারনারও

অতীত।* সুবে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা আজ তোমার সংগীত শুনতে উন্মা.দের মত ছুটে এসেছে। পথিক বিমুখ কোরনা।

প্রসাদ। বেশ শুনুন—

সিরাজ। তার পূর্বে, তোমায পরিচয দিযে আমাকে আনন্দ দাও পথিক।

বিবিক্তি। ওঁর পবিচয আমি দিচ্ছি নবাব বাহাদুর। ইনিই বাংলার শ্রেষ্ঠ মাতৃ-উপাসক সাধক রামপ্রসাদ।

সিরাজ। তুমিই সাধক রামপ্রসাদ! যাব মধুর মাতৃ-নামগানে, বাংলার আকাশ বাতাস আজ পবিত্র হোযে উঠেছে! সাধক শোনাও তোমার মাতৃনাম।

(রামপ্রসাদের গীত)

স্তনসুধা পান কবিয়ে,
ভবের ক্ষুধা যাব ভুলে ;
তোমার মুখশশী দিবানিশি,
নিরখিব কুতূহলে।
ভজন সাধন নাহি জানি মা
শাস্ত্র বিধি কোথা মিলে,
আমার ধর্ম, কর্ম, মুক্তি, মোক্ষ,
সবই মা তোব চবণ তলে।

সিবাজ। চমৎকার! সাধক বাম প্রসাদ, তোমার মাতৃনামে, আজ আমাবও মাকে মনে পড়ে গেল। বল সাধক, কী পুরস্কার চাও? যা চাও আমি তাই দোব।

প্রসাদ। আমার মা রাজরাজেশ্বরী। অতুল ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিয়েছেন আমার অন্তরে। বাইরের ঐশ্বর্য্য নিযে কী করব নবাব বাহাদুর?

বার

দৃশ্যঃ—রামপ্রসাদের বহিবাটী। সেদিন অমাবস্যা; কালী পূজার আয়োজন দেখা যাইতেছে। দূরে বেদীর উপর স্থাপিত কালী-মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

[সর্বাণী ও পরমেশ্বরী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল। সর্বাণীর হাতে ফুলের সাজি]

শুনেছো মা—নবাব বাহাদুর এসেছিলেন আমার ছেলের গান শুনতে। ছেলের মুখে কালী নাম শুনে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে গেছ্‌লো।

র্বাণী। তোকে কে ব'ল্‌লে রে?

। বিরিঞ্চি দাদু বললেন। হ্যাঁ মা, নবাব বাহাদুর তো মুসলমান, তিনি মা কালীকে মানেন?

সর্বাণী। মা কালীকে মানেন কিনা জানিনা, তবে মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান। জাতিভেদ—দলাদলি, তাঁর ছেলেরাই করে, মা কখনো করেন না।

পর। আর একটা কথা শুনেছো মা—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, দেওয়ান

গোকুলমিত্তির—ঐ যে, আমার ছেলে, যাঁর বাড়ীতে, কাজ করতে গেছ্‌লো—তিনি, আরও ক' বড় বড় লোক, আমাদের বাড়ীতে পূজো দেখতে আসছেন। আমি—আর আমার নতুন ছেলেটী, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম; সবাইকে নৌকা থেকে নাম্‌তে দেখে এলাম।

সর্ব্বাণী। তাই নাকি! এত লোক আসছেন?

পর। বাবে! আসবেন না! দেশের কল্যাণে আজ আমাদের বাড়ীতে মায়ের পূজো হবে—পূজো দেখতে আর আমার ছেলেকে দেখ্‌তে লোক আসবেন! আমি চললুম মা—আজ আমার একটুও সময় নেই।

[প্রস্থানোদ্যত]

সর্ব্বাণী। ওরে শোন—

পর। [ফিরিয়া] কী বল?

সর্ব্বাণী। এত লোক জন আসছেন—বাড়ী থেকে বেরুস্‌নি—আমার কাছে একটু থাক।

পর। আমি কতদিক সামলাবো বলত? মাধব জ্যাঠা একদণ্ড কাছ-ছাড়া করবে না—তার কাছে থাকতেই হবে। তারপর ঐ যে চাটুজ্যে ছেলেটী এসেছে—বাবা—বাবা—ওর ডাকাডাকির জ্বালায় দেখ্‌ছি, আমাকে তিষ্ঠুতে দেবে না। তাকে ছেড়ে থাকতেও ত' পারব না। তুমি মা, রাধা পিসিকে তোমার কাছে থাকতে বল।

সর্ব্বাণী। আচ্ছা তাই বলছি। [পরমেশ্বরী যাইতেছিল]

হাঁ—আর একটা কথা— [পরমেশ্বরী দাঁড়াইল]

তোর ছেলে এলে আগড়টার কথা মনে করিয়ে দিস্।

পর। ছেলের সঙ্গে যদি দেখা হয়তো বলে যাচ্ছি [প্রস্থান]

[সবাণীও চলিয়া গেল]

[রামপ্রসাদ ও পরমেশ্বরী বেশী মা কালীর প্রবেশ]

পর। গ্যাখ ছেলে—

প্রসাদ। কী মা ?

পর। ঐ যে নতুন ছেলেটা এসেছে না—বড্ড বিরক্ত করছে আমাকে। বলে কি জান ছেলে—"তুই আমার মা ভবানী—পা ধোয়া জল দে—আমি খাই—খেলেই শান্তি পাব।" দেখ' দিকিনি—ছেলের কথা !

প্রসাদ। ওরে মা—ওঁকে আর ঠকাতে পারবি না—ঠেকিয়ে রাখাও যাবে না।

[অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। কই আমার মা কোথা ? এই যে এইখানে পালিয়ে এসেছো ? ছেলেকে ভুলিয়ে পালিয়ে আসা ? সেটী হচ্ছে না। দুটো হাত দিয়ে তোর পা দুটো বেঁধে রাখব।

পর। না বাপু—আর আমাকে বেঁধো না। কজন মিলে আমাকে বাঁধবে ? নাঃ ছেলের মা হওয়ার দেখছি অশেষ দুর্গতি। নাও এস— [পরমেশ্বরী অনন্তর হাত ধরিল]

ইতিমধ্যে রাধা পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেন তাহার ভাবাবেশ। অনন্তকে লইয়া পরমেশ্বরী চলিতে উদ্যত হইলেই রাধা গান ধরিল]

(গীত)

বাজীকবেব মেয়ের মত
শ্যামা কত রঙ্গ জানে।
কাউকে তুমি দূবে সবাও মা,
কাউকে নাওগো কাছে টেনে।
তোমাব লীলা তুমি জানো মা
তোমাব ছলা কেউ বোঝে না,
চবণ ছাড়া কোবনা মা,
মিনতি কবে তোর সন্তানে।

বাধা। নাও—রঙ্গ কব। ছেলে মেয়েদেব ডেকে ঘবে ঢুকিয়েছো—
এখন উৎপাৎ সইতে হবে না?

পব। আমি কি বলছি ছেলে—মেয়েদেব দেখব না। [অনন্তকে]
না ও এসো—এখুনি সব লোকজন এসে পড়বে।

অনন্ত। হ্যাঁ—চ.ল যাই—

[পবমেশ্ববী অনন্তকে লইয়া চলিয়া গেল।
বাধা ও পাছু পাছু ভাবাবেশে চলিয়া গেল।
প্রসাদও ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া বহিল]

[সর্বাণীব প্রবেশ]

সর্বাণী। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো?

প্রসাদ। কে? ও—পাগলী?

সর্বাণী। এখনও আমাকে ঐ নামে ডাকবে?

প্রসাদ। ডাকবো না? এতগুলো পাগল নিয়ে ঘর করছো—তাতে কি মাথার ঠিক থাকে। সর্বাণী—তুমি যদি পাগলী না হোতে—আমার মত পাগলকে কি আগল্ দিয়ে ঘাটকে রাখতে পারতে? হ্যাঁ—কী বলতে এসেছিলে বললে না?

সর্বাণী। বন্যার সময়, গাঁয়ের লোক এখানে আশ্রয় নিতে এসে হুড়ো-হুড়িতে আগড়টা ভেঙে ফেলেছে। সেই থেকে সারানও হোয়ে ওঠেনি। পাণ্ডার দিকে যদি ন হয়, আমি ঠিক কোরে দিতাম। আজ সব লোকজন আসছেন তাই—

প্রসাদ। ও—হ্যাঁ হ্যা ও কথাটা মনেই থাকে না। আমি এখনই ঠিক কোরে দিচ্ছি। তুমি জিনিস গুলো আনিয়ে দাও দেখি—

সর্বাণী। সব এইখানে আছে—এই যে— [দেখাইয়া দিল]

প্রসাদ। বাঃ সব প্রস্তুত। এইবার আমার পরমেশ্বরী মাকে ডেকে দাও।

[সর্বাণী ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিবার জিনিস লইয়া তোড়-জোড় সুরু করিল ও গুন গুন করিয়া গান ধরিল। এমন সময় দেখা গেল মা কালী কন্যার রূপ ধরিয়া বলিতেছে]

পর। ছেলে আমাকে ডাকছ?

প্রসাদ। হ্যাঁ মা আগড়টা বাঁধতে হবে—তুমি একবার এসতো—দড়িটা ধরবে।

পর। আসছি ছেলে—

[রাম প্রসাদ গান গাহিতে গাহিতে বেড়া বাঁধা

সুরু করিল। মা কালী রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া মানবীর বেশে আসিয়া বেড়া বাঁধায় সাহায্য করিতে লাগিল]

গীত

অভয় পদ সব লুটালে
কিছু রাখলে না মা তনয় বোলে।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে,
তোমার পিতা মাতা যেমনি দাতা
তেমনি দাতা আমায় হোলে।

[গীত শেষ হইয়াছে এমন সময় প্রসাদের কন্যা পরমেশ্বরীর বাহির হইতে প্রবেশ। মানবীর বেশ ধারিণী মা কালী অদৃশ্য হইলেন]

পর। হ্যাঁ ছেলে—রাত হোয়ে গ্যাছে—তবুও তুমি একা বসে বেড়া বাঁধছ ?

প্রসাদ। একা কেন মা—তুমি তো সঙ্গে ছিলে।

পর। সেকি ! আমি তো বাড়ী ছিলাম না। মাধব জ্যাঠাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেছ্‌লাম !

প্রসাদ। দেখেছো বেটীর কী কারসাজি। এত কাজ কোরে গেলে—একবার সাড়াও দিলে না। ফাঁকি দিয়ে গান শুনে পালিয়ে গেল !

[গোকুল, কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ প্রবেশ করিল]

গোকুল। তোমায় ফাঁকি দিয়ে বেটী যাবে কোথায় প্রসাদ। তোমার অতুল সাধন মন্ত্রে, বেটীকে হতে হবে চির জাগ্রত। আর সেই— জাগ্রত জননীকে দেখবাব আশায, আকুল অন্তরে আমরা আজ ছুটে এসেছি প্রসাদ। দেখাও তোমারশান্তিময়ী জননীকে— সার্থক হোক বাঙালীর জীবন—ধন্য হোক্ আমাদের সাধের বাংলা দেশ।

প্রসাদ। দেওয়ান বাহাদুর! মহারাজ! আপনারা আজ এই দীনের কুটীরে!

কৃষ্ণ। দীন তুমি নও প্রসাদ—রাজরাজেশ্বরী মায়ের মানস পুত্র তুমি।

[অনন্তব প্রবেশ]

অনন্ত। এই যে আপনারা এসেছেন? দিন আমাকে একটু পায়েব ধুলো দিন—পায়ের ধুলো দিন—

কৃষ্ণ। এিক! অনন্ত! তোমার এই অবস্থা হযেছে!

অনন্ত। মহাপাপী আমি। পাপের পরিণাম।

নবকৃষ্ণ। মাকে ডাকুন—তিনিই দয়া করবেন।

অনন্ত। তাই ডাকি—মা - মা— [একপাশে বসিল]

গোকুল। সাধক রামপ্রসাদ, দেশের কল্যাণে অনুষ্ঠিত জনগণের মাতৃপূজায় আজ আমরা এসেছি, মায়ের নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি দেখবার আশায়।

নবকৃষ্ণ। না—না দেওয়ান বাহাদুর—মায়ের নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি নয়— মায়ের শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখবার বড় সাধ।

গোকুল। না রাজা—অদূর ভবিষ্যতে, মায়ের নৃমুণ্ডমালিনী ভয়াল মূর্ত্তি—

বিকাশেরই হবে প্রয়োজন। প্রসাদের কৃপায়, মায়ের সেই দাবনজ্বলনী মূর্ত্তিই আজ দেখতে চাই।

[আগম বাগীশের প্রবেশ]

আগম। ভক্তের মনোবাঞ্ছা মা কখনও অপূর্ণ রাখেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—সত্যই আপনারা ভাগ্যবান। শ্রেষ্ঠ মাতৃসেবক, রামপ্রসাদের সাধনায় আজ এই পূর্ণিমার রজতশুভ্র রজনীতে—

প্রসাদ। পূর্ণিমা! কী বলছেন গুরুদেব?

কৃষ্ণ। আজ যে অমাবস্যা গুরুদেব! আপনার ভ্রম হয়েছে।

আগম। না—ভ্রম আমার হয়নি মহারাজ। মায়ের বিকাশে হয়, শত চন্দ্রমার উদয়। অমানিশার অন্ধকার সেখানে হয় লুপ্ত। আজ এই পূর্ণিমাতেই মায়ের জ্যোতির্ময়ী মর্ত্তির দর্শন পাবে।

নবকৃষ্ণ। মহারাজ—তবে কি ভক্তের কথা মিথ্যা হবে? আজ অমাবস্যা—এ তিথির পরিবর্ত্তন কি সম্ভব?

আগম। কঠোর সাধনা—অসম্ভবকেও সম্ভব কোরে তোলে রাজা।

প্রসাদ। সর্বনাশী—কেন তুই একথা বলালি? যদি বলালি তবে এই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দূর কোরে, পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লুত রজনীতে তোকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে—আত্মপ্রকাশ করতেই হবে। [শ্যামামূর্ত্তির কঙ্কন হইতে পূর্ণ- চন্দ্রের উদয়]

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়—জয় রামপ্রসাদের জয়।

[গঙ্গাধরের প্রবেশ]

গঙ্গা। আর সেই সঙ্গে সকলে বলুন—মা অসুরনাশিনী—আমাদের ঘুমের ঘোর কাটিয়ে জাগিয়ে তোল্ মা জাগিয়ে তোল্। [ঠিক সেই সময় মাধব উদাত্তস্বরে গাহিয়া উঠিল]

(গীত)

জাগ্রত কর দলিত মানবে,
মোহের তিমির নাশিযে।
দুর্বলচিত দূরে পরিহর,
শক্তিরে লহ বরিযে॥
পাষাণ কারার আকুল রোদন,
করিছে সুপ্ত, তেজের বোধন,
আজি জাগরণ মাযের আদেশে,
মাযের চরণ স্মরিযে।
জাগাও তাদের আছে যে ঘুমাযে,
আজি শক্তির বিষাণ বাজাযে,
রুদ্রশাসনে হও আগুযান,
দুর্গম পথ কাঁপাযে॥

[গীতান্তে—ঢাকীরা উন্মত্ত ভাবে ঢাক বাজাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম সেবিকা কালিকা নৃত্য সুরু করিল।

শেষ